মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: 'এক্স ফ্যাক্টর' মুসলিম ও ইহুদি ভোট

সারে-জমিন

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়েন্ট ফোরাম

রূপসী বাংলা

'যেন গণকবরে আটকে রাখা হয়েছে আমাদের'

সম্পাদকীয়

অর্থনীতিতে আদর্শ মহানবী সা.

দাওয়াত

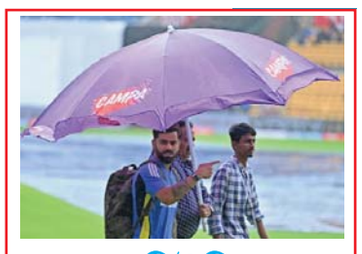

ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টিতে ভেসে গেল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৭ অক্টোবর, ২০২৪
১ কার্তিক ১৪৩১
১৩ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 279 ■ Daily APONZONE ■ 17 October 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

মুসলিম বিধায়কদের সিংহভাগই বিধানসভায় নীরব কেন?

জাইদুল হক

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন সংখ্যালঘুরা। বিশেষত কি লোকসভা কি বিধানসভা– সবক্ষেত্রের তারাই মূলত নির্ণায়ক শক্তি যাদের উপর নির্ভর করে থাকে রাজ্যের মসনদে কে বসবে। রাজ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু। তাই নির্বাচনে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। বরাবরই দেখা গেছে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের ভোট যে দিকে গেছে তারাই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসনে তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হয়ে উঠেছিল সংখ্যালঘুরা। ২০১১ সালের পর থেকে তা পরিবর্তিত হয়ে চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। উল্লেখ্য, ২০১১ সাল ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৫৯জন করে সংখ্যালঘু বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তা কমে হয় ৪৬। বর্তমানে সদ্য প্রয়াত হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলামকে বাদ দিলে মোট মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ৪৫। এর মধ্যে শুধু শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রয়েছে ৪৪জন মুসলিম বিধায়ক। মাত্র একজন বিরোধী দলের। তিনি হলেন ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আইএসএফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী।

এ বিশাল সংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়কের উপর রাজ্যের সংখ্যালঘুদের বহু আশা ভরসা। মুসলিম বিধায়করা সাধারণ সংখ্যালঘু প্রধান এলাকা থেকেই নির্বাচিত, তাই সঙ্গত কারণে রাজ্য বিধানসভায় সেই এলাকার সমস্যা ও দাবির কথা তাদের উত্থাপন করার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, ২০২১ সালের পর থেকে সদ্য বিধানসভা অধিবেশন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের বিষয় তেমন উত্থাপন করেননি মুসলিম বিধায়করা।

রাজ্যে মুসলিম বিধায়ক

তৃণমূল কংগ্রেস
৪৪

আইএসএফ
১

কয়েকজন বাদে কোনও মুসলিম বিধায়ক আজও বিধানসভার মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্বে একদিনের জন্য অংশ নেননি।

রাজ্য বিধানসভা সুত্র জানা গেছে, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর বিধানসভার প্রথম অধিবেশন থেকে ২০২৪-এর চতুর্থ অধিবেশন পর্যন্ত রাজ্যের ৪৬জন সংখ্যালঘু বিধায়কের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই বিধানসভায় মৌখিক প্রশ্নোত্তরে শামিল হয়েছেন। তারা হলেন, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আইএসএফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, কেতুগ্রামের বিধায়ক সেখ শাহনওয়াজ, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, লালগোলার বিধায়ক মুহাম্মদ আলি, মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক আবদুল খালেক মোল্লা, ভগবানগোলার প্রয়াত বিধায়ক ইদ্রিশ আলি, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবির, মালদার মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম।

বিষয় হল, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠীর বিধায়কদের বেশিরভাগই বিধানসভায় গিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকেই বেছে নিয়েছেন। যদিও রাজ্যের সংখ্যালঘুরা আশা করে থাকেন সমাজজীবনে তাদের নানা সমস্যার কথা হয়তো তুলে ধরবেন এই সব জনপ্রতিনিধিরা।

সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গ তো দূরের কথা, এলাকার অন্য সাধারণ সমস্যা কিংবা উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের কি পরিকল্পনা তা জানারও চেষ্টা করেননি অধিকাংশ সংখ্যালঘু বিধায়ক। অথচ, সংখ্যালঘুদের ভোটের উপর ভর করেই তাদের জয়। তবে, ব্যতিক্রম আছে। মাসক দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক কিন্তু নিয়মিত এলাকার বা রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ কি তা জানতে দ্বিধাবোধ করেননি। বিরোধী দলের মধ্যে একমাত্র সংখ্যালঘু বিধায়ক ভাঙড় থেকে জয়ী পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী অবশ্য নিয়মিত মুসলিম, দলিত সহ অন্যান্য নানা বিষয়ে কি পরিস্থিতি জানতে চেয়েছেন। তবে, শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের বিষয় উল্লেখ করে বিধানসভায় মৌখিক প্রশ্নোত্তরে অংশ নিয়েছেন হাতে গোনা কয়েজন বিধায়ক। বিধানসভায় মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়া বাকি সংখ্যালঘু বিধায়করা যেসব বিষয়গুলো সামনে এনেছেন, তার মধ্যে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে গঙ্গার ভাঙন, জেলবন্দিদের সংখ্যা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ্যযোগ্য। পর্যায়ক্রমে সেগুলি উল্লেখ করা হবে।

তবে, যে কজন মুসলিম বিধায়ক বিধানসভায় প্রশ্নে সরব তাদের মধ্যে প্রথমে নওশাদ সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০২২ সালের ২৫ নভেম্বর নওশাদ সিদ্দিকী বিধানসভায় জানতে চান, 'এটা কি সত্যি যে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাক-এর প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেনি। সত্যি হলে এর কারণ কি।'

শাসক দলের বিধায়ক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস তথা ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবিরও মুসলিম প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলতে ভয়ডর করেননি। ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবির বিধানসভা জানতে চান, 'এটা কি ঘটনা যে বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশিত হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এসসি সম্প্রদায়ের থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ মুসলিম মহিলাদের? যদি তাই হয়, তাহলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এসসি এসটি মহিলাদের মতো ৫০০ থেকে হাজার টাকা করা হবে কি মুসলিম মহিলাদের?' সূত্রের খবর, বিধানসভায় এই অবাঞ্ছিত প্রশ্ন তোলায় তৃণমূল কংগ্রেসে তা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে, শাসক দলের অন্য একজন মুসলিম বিধায়ক রাজ্যের মুসলিমদের উন্নয়ন বা তাদের সমস্যার কথা জানতে না চাইলেও অন্য পশ্চাদপদ শ্রেণিদের কথাও জানতে চেয়েছেন। তিনি হলেন, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রাজ্যের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন ২০২২ সালের ১৬ জুন বিধানসভা জানতে চান, 'বর্তমান অর্থ বর্ষে রাজ্যে এসসি এসটি মানুষদের উন্নয়নে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২ সালের ২২মে পর্যন্ত ইটাহার বিধানসভার এসসি, এসটি অধ্যুষিত এলাকায় কি কি উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' তিনি সংখ্যালঘু এলাকা থেকে নির্বাচিত হলেও তার এলাকায় সংখ্যালঘু উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস না করে শুধু এসসি, এসটির বিষয়ে জানতে চেয়ে 'পরম উদারতা ও সহমর্মিতা'র পরিচয় দিয়েছেন। এর থেকে সহেজেই অনুমেয় রাজ্যের সংখ্যালঘু বিধায়কদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সমাজের কথা তো অনেক দূর, নিজের এলাকার বিষয় নিয়েও বিধানসভায় জানতে চাওয়ার বিষয়ে চরম অনীহা দেখিয়ে চলেছেন। অনেকটা 'আসি যাই মাইনে পাই' প্রবাদ বাক্যের মতো।

যদিও বলতে দ্বিধা নেই, সাধারণ মানুষের কথা এই সব বিধায়করা বিধানসভায় না তুললেও মাস গেলে তাদের বেতন কাঠামো কিন্তু মন্দ নয়। যদিও রাজ্য বিধানসভা সুত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়কদের বর্ধিত বেতন কাঠামো ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যের একজন বিধায়ক মাস গেলে পেয়ে থাকেন ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। এর মধ্যেই বিভিন্ন ভাতা ১২০০০ টাকা (নিজের বিধানসভা এলাকা পরিদর্শনের জন্য মাস প্রতি ৪০০০ টাকা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির জন্য ৫০০০ টাকা, অন্যান্য ভাতা মাস প্রতি তিন হাজার টাকা)। বিধানসভা ও কমিটির বৈঠকে যোগদানের ভাতা ৬০০০০ টাকা (দৈনিক ২০০০ টাকা)। এছাড়া দুবার বা তার বেশি বছরের বিধায়করা বর্ধিত ভাতা পান। তারপরও বিশেষ করে মুসলিম বিধায়কদের অধিকাংশের মধ্যে বিধানসভায় গিয়ে অনন্তপক্ষে নিজের এলাকার কথা বিধানসভায় না তুলে ধারাটা রাজ্যের মুসলিমদের জন্য ভাগ্যের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

(ক্রমশ...)

পশ্চিমবঙ্গে একজন বিধায়কের মাসিক 'বেতন'

বিধায়কের মাসিক বেতন ও ভাতা	টাকা
মূল বেতন	৫০,০০০
স্টাফ ও অন্যান্য ভাতা	৩,০০০
নিজ বিধানসভা এলাকার যাতায়াত খরচ	৪,০০০
কম্পিউটার, ইন্টারনেট খরচ	৫,০০০
বিধানসভায় ও কমিটির মিটিং*	৬০,০০০
প্রতি মাসে বিধায়কের সর্বমোট 'বেতন'	১,২২,০০০

** দৈনিক ভাতা ২০০০ টাকা।* *সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা*

রাজ্য বিধানসভায় কে কী প্রশ্ন করেছেন

'এটা কি সত্যি যে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাক-এর প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেনি। সত্যি হলে এর কারণ কি।'
(বিধানসভা, ২৫-১১-২০২২)
'(তিতুমীরের) নারকেলবেড়িয়া গ্রামকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।'
(বিধানসভা, ০১-০৮-২০২৪)
নওশাদ সিদ্দিকী
বিধায়ক, ভাঙড়

'এটা কি ঘটনা যে বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশিত হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এসসি সম্প্রদায়ের থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ মুসলিম মহিলাদের? যদি তাই হয়, তাহলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এসসি এসটি মহিলাদের মতো ৫০০ থেকে হাজার টাকা করা হবে কি মুসলিম মহিলাদের?'
(বিধানসভা, ২৮-০৭-২০২৩)
ড. হুমায়ুন কবির
বিধায়ক, ডেবরা

'বর্তমান অর্থবর্ষে ('২১-'২২) রাজ্যে এসসি, এসটি মানুষদের উন্নয়নে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২ সালের ২২মে পর্যন্ত ইটাহার বিধানসভার এসসি, এসটি অধ্যুষিত এলাকায় কি কি উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'
(বিধানসভা, ১৬-০৬-২০২২)
মোশারফ হোসেন
ইটাহারের বিধায়ক ও চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল

প্রথম নজর

কাজের সময় নদী বাঁধ ধসে গিয়ে তলিয়ে গেল জেসিবি

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নদী বাঁধ বেহাল হয়ে রয়েছে বেহাল থাকলেও বারংবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই নদী বাঁধ মেরামতের কাজ চলছিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাজ চলছিল হঠাৎই নদী বাঁধ ধ্বস নিয়ে নদীতে তলিয়ে গেল যেসিপি ,তবে অল্পের জন্য বেঁচে গেল ওই জেসিবি চালক।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় আনুমানিক দীর্ঘদিন ধরে ওই নদী বাঁধের কাজ করছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমনি মঙ্গলবার দিন কাজ চলাকালীন হঠাৎই নদী বাঁধ ধ্বস নিয়ে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় জেসিবি টি। আনুমানিক ১৫০ মিটার মতো নদী বাঁধ ধ্বস নেওয়ায় আতঙ্কে প্রহর গুনছে নারায়ণগঞ্জ এলাকার মানুষজন। এলাকার মানুষজনের দাবি শক্ত পোক্ত বাঁধ তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ হয় মেরামতের জন্য।কিন্তু সেই মতন কাজ করেনি ঠিকা সংস্থা। এই নদী বাঁধ যদি খুব শীঘ্রই মেরামত না করা হয় তবে এই ভাঙ্গন থেকে জল ঢুকে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা ও যে ধান চাষ হয়েছে সেই ধান চাষেরও ক্ষতির আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষজন।।

তবে খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী বাঁধ পৌঁছে গেছে নামখানা থানার পুলিশ প্রশাসন এবং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই এই নদী মেরামতের কাজও শুরু করেছে বলে জানা যায়।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি জয়েন্ট ফোরামের

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ আমেনমেন্ট বিল নামে কেন্দ্রের মোদি সরকারের কালা কানুন এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে বুধবার কলকাতার শেক্সপিয়ার সরণিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড, জামাতে ইসলামী হিন্দ, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন, কলকাতা খেলাফত কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, বিভিন্ন জেলায় নতুন ওয়াকফ বিলের সর্বনেশে ধারার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে একটি করে কনভেনশন করা হবে। আর সে উপলক্ষেই শীঘ্রই কলকাতায় একটি প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এদিনের সভায় মাওলানা আবু তালিব রহমানী, মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সাদাব মাসুম, ডা. সারফারাজ ইকবাল, ইরফান শের, মহতারমা ওজমা আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর উদ্ধার অর্ধদগ্ধ তরুণীর বিবস্ত্র দেহ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার কৃষ্ণনগর সকালে উদ্ধার হয়েছে তরুণীর অর্ধদগ্ধ, বিবস্ত্র দেহ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় কৃষ্ণনগর।গণধর্ষণ সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে নির্যাতিতার প্রেমিককে। তবে নির্যাতিতার ফোন হাতে আসতেই চাঞ্চল্যকর পোস্ট হাতে পায় পুলিশ।ফেসবুক স্টেটাসে লেখা,'আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।' যাঁর দেহে কোনও পোশাক পাওয়া যায়নি, যাঁর দেহে মুখের অংশটা অ্যাসিডে ঝলসে গিয়েছে, তাঁর স্টেটাসে লেখা, মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করতে গেলে সিপিআইএম কংগ্রেস সমর্থক মিলে দফায় দফাই পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।মঙ্গলবার সারা রাত বাড়ি ফেরেনি মেয়ে। রাতভর খোঁজাখুঁজি করেছেন পরিবারের লোকজন। বুধবার সকালে পূজা মণ্ডপ উদ্ধার হয় ওই তরুণীর বিবস্ত্র দেহ। প্রমাণ লোপাট করতে অ্যাসিড ঢেলে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা তরুণীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে পরিবার।

গভীর রাতে হাজারদুয়ারি থেকে অফিসের জিনিসপত্র ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ায় বিক্ষোভ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় হাজারদুয়ারীর অফিসের বিভিন্ন জিনিসপত্র ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ায় বিক্ষোভ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, রাত্রি ১০ টা ১৩ মিনিটে হাজারদুয়ারি থেকে একটি ট্রাক বের হচ্ছে। ওই ট্রাকটি চকবাজার মোড় হয়ে ১০ টা ১৫ মিনিটে রেজিস্ট্রি অফিসের দিকে বেরিয়ে যায়।

সকালে আরও একটি মিনি ট্রাক হাজারদুয়ারিতে প্রবেশ করে। খবর জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে নবাব পরিবারের সদস্যরা হাজারদুয়ারীর সামনে এসে মিনি ট্রাকটি আটক করে।

পরবর্তীতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়, রায়গঞ্জে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নতুন অফিস তৈরি হয়েছে, সেখানে অফিসের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র।

মুর্শিদাবাদ পৌরসভার উপ-পৌরপিতা সৈয়দ মেহেদী আলম মির্জা বলেন, 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে আমাদের হাতে। কিন্তু সেই তালিকা অনুযায়ী মিনি ট্রাকের জিনিসপত্র দেখতে পেলাম মাত্র। গতরাতে কি নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই জিনিসের সঙ্গে এই তালিকার মিল আছে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'হাজারদুয়ারি খোলা থাকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সুতরাং, অফিসের জিনিসপত্র দিনের বেলায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তাদের। হাজারদুয়ারি মিউজিয়ামে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র আছে, সেগুলি সরিয়ে দিলেও কেউ কিছুই জানতে পারবে না। সুতরাং, যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকার সঙ্গে রাতের জিনিসপত্রের মিল আছে তাতে আমরা বিশ্বাস করবো কিভাবে?'

রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে জিনিসপত্র সারানোর অভিযোগে বুধবার দুপুরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয় হাজারদুয়ারি চত্বরে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। পরবর্তীতে জিনিসপত্রের তালিকা দেওয়া হলে মিনি ট্রাকটি যেতে দেওয়া হয়।

যদিও এবিষয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট হরি ওম সরন সংবাদমাধ্যমকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এপিজে আব্দুল কালামের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ড. এপিজে আব্দুল কালামের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হল মেদিনীপুরের হবিবপুরের মিঠু মসজিদ এলাকার ড. এ পি জে আব্দুল কালাম এ্যাথেলেটিক ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। আবক্ষ মূর্তি আবরণ উন্মোচন করেন মেদিনীপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অনিমা সাহ। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সুসময় মুখার্জী, ক্লাবের সভাপতি আব্দুল সালাম খান প্রমুখ।

হাসপাতালে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্তা সহ তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল এক রোগীর পরিবারের লোকজনেদের বিরুদ্ধে। তবে শুধু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নয়, পুলিশকেও হেনস্তা করা হয় বলে খবর। মঙ্গলবার বিকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পুরাতন মালদার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের রাঙামাটিয়া এলাকার এক ব্যক্তি মঙ্গলবার সকালে তার চার বছরের শিশুকে জ্বর নিয়ে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভরতি করেন। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক যথারীতি চিকিৎসা করেন। কিন্তু শিশুটির উন্নততর চিকিৎসার প্রয়োজন থাকায় তাকে বিকাল নাগাদ মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। আর এই রেফারের কথা জানতে পেরেই রোগীর পরিবারের লোকজনেরে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তারা ঠিকঠাক চিকিৎসা করা হয়নি এই অভিযোগ তুলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘিরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ জানাতে থাকেন। এমনকি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধাক্কাধাক্কি করে তাদের হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌছালে তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনা সম্পর্কে মৌলপুর 'গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়দীপ মজুমদার কোন মন্তব্য করতে না চাইলেও, হেনস্তার শিকার কর্তব্যরত চিকিৎসক অরিন্দম চাকী জানিয়েছেন, তাকে ওস্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীর পরিবারবর্গ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

সিজি গ্রুপের কর্ণধার পুত্রের জন্মদিনে রক্তদান শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের সিজি গ্রুপ সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের নিবেদিত রেখে সমাজে উল্লেখযোগ্য সুনাম অর্জন করেছে। সিজি গ্রুপের কর্ণধার তৌসিফ রহমান রনি তার পুত্র রিভানের প্রথম বছর জন্মদিন উপলক্ষে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন। রিভানের জন্মদিন উপলক্ষে খন্ডঘোষের সগড়ায় পথ সাথী মটেলে অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির ও বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি। রক্তদাতাদের মধ্যে যারা রক্তদান করেন, তাদেরকে একটি করে টি-শার্ট, বৃক্ষ ও ছাতা উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই মহতী কর্মসূচিকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষক ও গাছ মাস্টার খ্যাত অরূপ চৌধুরী। এছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান সদর সিআইসি তপন বসাক। উপস্থিত ছিলেন রায়না থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা, খণ্ডঘোষ থানার ওসি পঙ্কজ নস্কর, সেহারা আউট পোস্টের ওসি কৃপা সিন্ধু ঘোষ, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার সুকুমার সেন, দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুরজ মণ্ডল, মাহফুজ রহমান ও হারুন আল রশিদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ বোতল রক্ত সংগ্রহ করে ওম টেরেজা ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিরা সিজি গ্রুপের কর্ণধার তৌসিফ রহমান রনির এই মহৎ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও তার পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING

EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

৭ দিনে সাহিত্যে নোবেলজয়ী হান কাংয়ের ১০ লাখ বই বিক্রি

আপনজন ডেস্ক: প্রথম দক্ষিণ কোরীয় লেখিকা হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জিতে নিয়েছেন হান কাং। নোবেল পুরস্কার জেতার পর নিজ দেশে সাত দিনে তার ১০ লাখেরও বেশি বই বিক্রি হয়েছে। আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) দেশটির বইয়ের দোকানগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখার জন্য আগে থেকেই সুনাম ছিল হানের। তার লেখা উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' ২০১৫ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ডেবোরাহ স্মিথ। পরের বছরই উপন্যাসটির লেখক হিসেবে ম্যান বুকার পুরস্কার পান হান। এটা তার ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রথম উপন্যাস। সুইডিশ একাডেমি গত সপ্তাহে বলেছে, ৫৩ বছর বয়সী এই নোবেলজয়ী প্রথম এশীয় নারী লেখিকা। মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট কাব্যিকভাবে রূপ দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে হান কাংকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। তিনি নোবেল জেতার পর দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ সাড়া পড়ে গেছে। কোরিয়ার প্রধান প্রধান বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ তার বইয়ের জন্য ছুটতে থাকে।
গত বৃহস্পতিবারের নোবেল ঘোষণার পর থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত এই সাত দিনে ই-বুকসহ অন্তত ১০ লাখ ছয় হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। তিনটি প্রধান বইয়ের দোকান এবং অনলাইন খুচরা বিক্রেতা - কিয়োবো, আলাদিন এবং ইয়েস২৪ এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে।
কিয়োবোর মুখপাত্র কিম হিউন-জুং এএফপিকে বলেন, 'হান কাং-এর বইগুলোর শত শত কপি বিক্রি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতি এর আগে আমরা কখনো দেখিনি।'
অনলাইন বইয়ের দোকান আলাদিন বলেছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় হানের বইয়ের বিক্রির সংখ্যা এক হাজার ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটকীয়ভাবে সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়াজুড়ে বিক্রি বেড়েছে। এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, 'হান হাং নোবেল জেতার পর গত বছরের এই সময়ের তুলনায় কোরীয় সাহিত্যের বইগুলোর বিক্রি ১২ গুণ বেড়েছে।' জুডিথ শ্যালানস্কির 'ইনভেন্টরি অব লসেস' এবং জিন-জ্যাক রুসোর 'অ্যাটলাস ডি বোটানিক এলিমেন্টার' নামে দুটি বই পড়ছেন বলে হান সম্প্রতি উল্লেখ করেছিলেন। আলাদিন বলছে, এর পর থেকে সেই দুটি বইয়ের বিক্রিও বেড়েছে।
কিয়োবো বুক সেন্টার বলেছে, তাদের কাছে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও হানের বই অন্যান্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তুলনায় নাটকীয়ভাবে বেশি বিক্রি হয়েছে। কিয়োবোর একজন কর্মচারী এএফপিকে বলেছেন, 'আমরা অল্প সময় ধরে এই প্রকাশনাশিল্পে এসেছি, তবে বর্তমান পরিস্থিতিটি আমাদের কারো কারো কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলেই মন্ত্রী হবেন ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতলে প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ককে মন্ত্রী বানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি তার জন্য নতুন মন্ত্রণালয়ও খুলবেন তিনি।
নির্বাচনী প্রচারণার ফাঁকে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেখানে মার্কিন বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ককে 'বড় ব্যবসায়ী' ও 'ব্যয় সাশ্রয়ী' বলে প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হলে তাকে সরকারের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচিত হলে স্পেসএক্স ও টেসলার প্রধান নির্বাহীর জন্য নতুন একটি মন্ত্রণালয় তৈরি করবেন। তিনি বলেন, আমাদের একটি নতুন পদ থাকবে। সেটা হলো ব্যয় সাশ্রয় মন্ত্রণালয়। ইলন ব্যয় সাশ্রয় করতে চান এভাবে একটি বড় ব্যবসা চালাচ্ছেন তিনি।
ট্রাম্প জানান, ইলন মাস্ক এরই মধ্যে এই ধরনের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। জুলাইতে ট্রাম্পকে দুই দফায় হত্যাচেষ্টার পর তাকে জোর সমর্থন জানান ইলন মাস্ক। শুধু তাই নয়, নিয়মিত ট্রাম্পের নির্বাচনী সভা-সমাবেশেও যোগ দিচ্ছেন তিনি। এদিকে পৃথক এক খবরে বলা হয়, ট্রাম্পকে ফের হোয়াইট হাউসে ফিরিয়ে আনতে উঠেপড়ে লেগেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এর মালিক ইলন মাস্ক। এরই মধ্যে ট্রাম্পের জন্য গঠিত একটি নির্বাচনী প্রচার ক্যাম্পে ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছেন তিনি। গত ১৫ অক্টোবর ফেডারেল ডিসক্লোজারে মাস্কের এই ব্যয়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ইলন মাস্ক ট্রাম্পের একজন বড় তহবিল দাতা হয়ে উঠেছেন।

নাইজেরিয়ায় জ্বালানি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ, নিহতের সংখ্যা ১৪০ ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪০ ছাড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিস্ফোরণটি ঘটে। জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র নুরা আব্দুল্লাহি জানিয়েছেন, ১৪০ জনেরও বেশি মানুষকে গণকবরে দাফন করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এর আগে পুলিশ কমপক্ষে ৯৪ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হওয়ার কথা জানিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ট্যাংকারটি অন্য একটি গাড়িকে এড়াতে গিয়ে মঙ্গলবার জিগাওয়া রাজ্যের মাজিয়া শহরে দুর্ঘটনায় পড়ে। পুলিশ মুখপাত্র লাওয়ান শিসু অ্যাডাম জানান, দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসী রাস্তায় ও ড্রেনে ছড়িয়ে পড়া জ্বালানি সংগ্রহ করতে ট্যাংকারের চারপাশে জড়ো হয়। তাদের ঠেকাতে পুলিশ সদস্যরা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নাইজেরিয়ার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নিকটস্থ হাসপাতালের চিকিৎসকদের জরুরি বিভাগে দ্রুত পৌঁছে আহতদের সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়েছে। নাইজেরিয়ার আইন প্রণেতারা সংসদে এক মিনিট নীরবতা পালন করেছেন।
নাইজেরিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশিম শেটিমা বুধবার এক বিবৃতিতে নিরাপত্তা পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বন্দোবস্ত করছে। নাইজেরিয়া আফ্রিকার অন্যতম বৃহৎ অপরিশোধিত তেল উৎপাদনকারী দেশ। সেখানে জ্বালানি ও তেল পরিকাঠামোতে প্রায়ই মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের হয়। আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল এই দেশে এমন দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায়ই ট্যাংকার থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে ঝুঁকি নেয়, যা প্রাণঘাতী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফেডারেল রোড সেফটি কমিশনের (এফআরএসসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে এমন এক হাজার ৫৩১টি দুর্ঘটনায় ৫৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় নাইজার রাজ্যে একটি যাত্রীবাহী ও গবাদি পশুবাহী ট্রাকের সঙ্গে ট্যাংকারের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫৯ জন নিহত হয়।
এফআরএসসি জানিয়েছে, ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে, যা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কম। সে বছর সাড়ে ছয় মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অনেক দুর্ঘটনা কর্তৃপক্ষের কাছে নথিভুক্ত হয় না এবং প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় নাইজেরিয়ায় প্রায় ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে বলে তাদের অনুমান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: 'এক্স ফ্যাক্টর' মুসলিম ও ইহুদি ভোট

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরে সম্ভাব্য প্রতিটি ভোট দখলের তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সব মাথাব্যথা সাত 'ব্যাটলগ্রাউন্ড' অঙ্গরাজ্য নিয়ে। এসব অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের অধিকাংশই তাঁদের মন ঠিক করে ফেলেছেন, কাকে ভোট দেবেন। যাঁরা এখনো মন ঠিক করে ওঠেননি, এমন ভোটারের সংখ্যা খুব বেশি নয়, মধ্য-অক্টোবরের হিসাব অনুসারে তা ৩ থেকে সাড়ে ৩ শতাংশের বেশি নয়। যত মনোযোগ এই হাতে গোনা কয়েক হাজার ভোট নিয়ে। ভোট নিয়ে এই তীব্র লড়াই অবশ্য নতুন নয়। ২০১৬ ও ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে ৭৭ হাজার ও ৪৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে। কোনো কোনো ব্যাটলগ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যে মাত্র কয়েক হাজার ভোট চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করেছিল। যেমন ২০২০ সালে জো বাইডেন উইসকনসিনে মাত্র ২০ হাজার ৬৮২ ভোটে সে অঙ্গরাজ্যের ১০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছিলেন। জর্জিয়ায় তাঁর জয়ের মার্জিন বা পার্থক্য ছিল আরও কম, মাত্র ১১ হাজার ৭৭৯ ভোটে জিতেছিলেন। পাঠকের হয়তো মনে আছে, নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ক্ষিপ্ত ট্রাম্প জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেটকে ফোন করে দাবি করেছিলেন, তাঁকে যেন ১১ হাজার ৭৭৯-এর চেয়ে আর মাত্র একটা ভোট (অর্থাৎ ১১ হাজার ৭৮০) খুঁজে দেওয়া হয়।
দিন যতই যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে এবারের ভোটের 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে পারে মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ার মুসলিম ও ইহুদি ভোট। এবারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পাওয়ার একটি সম্ভাব্য পথ হচ্ছে এই দুই অঙ্গরাজ্য ও উইসকনসিনে কমবেশি যেমন ভোটেই হোক জয় ছিনিয়ে নেওয়া। মুসলিম ও ইহুদি ভোট নিয়ে উভয় সংকটে রয়েছেন কমলা। ইসরায়েলের পক্ষে কথা বললে আরব-মুসলিমরা নাখোশ হচ্ছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলের সমালোচনা ও ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলতে গেলে ইহুদি ভোটারদের অসন্তুষ্ট করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। জনমত জরিপের ওপর নির্ভর করে উইসকনসিনে কমলা খানিকটা হলেও স্বস্তিতে রয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে তাঁর সব নজর মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ায়। ট্রাম্প ও কমলা উভয়েই এই দুই অঙ্গরাজ্যে অতিরিক্ত নজর দিচ্ছেন তাঁদের দুই বড় ভোটিং ব্লক মুসলিম ও ইহুদি ভোটারদের ওপর। এর আগে আমরা মিশিগানে মুসলিম ভোটের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেছি। সেখানে প্রায় দুই লাখ আরব ও মুসলিম ভোটার, গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলায় বাইডেন প্রশাসনের সমর্থনে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই কমলার পক্ষে ভোট দেবেন না বলে ভাবা হচ্ছে। মুসলিমদের কথা আলোচিত হলেও ইহুদি ভোটের কথা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। মিশিগানে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ইহুদি ভোটার রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থক হিসেবে তালিকাভুক্ত। গত তিনটি নির্বাচনে সারা দেশে ইহুদিদের প্রায় ৭০ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এবারও কি সেই অনুপাতে ভোট দেবেন? বাইডেন ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিলেও আরব ও মুসলিম ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে কমলা গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা করেছেন, ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছেন। অনেক ইহুদি আমেরিকানের চোখে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পর ফিলিস্তিনের পক্ষে একটি কথা বলা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। সে জন্য ইহুদিদের ব্যাপারে ডেমোক্র্যাটদের এই দ্বিধা।

আমেরিকার কথা শুনব, তবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইরানে পাল্টা হামলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া পরামর্শ বা অভিমত ইসরায়েল শুনবে, তবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল নিজেই। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইরানের অভিযান চালানোর ব্যাপারে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনব, তবে সিদ্ধান্ত নেব আমরাই। আমরা সিদ্ধান্ত নেব ইসরায়েলের জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে।
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার পাশাপাশি সম্প্রতি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলেও অভিযান শুরু করেছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। সম্প্রতি লেবাননে বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযানও শুরু করেছে ইসরায়েল। স্থল অভিযান শুরুর পর গত ১ অক্টোবর রাতজুড়ে ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান। অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র অবশ্য আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে আইডিএফ। ইরানের এ হামলার প্রতিক্রিয়া ইসরায়েল কীভাবে জানাবে, তা নিয়ে চলবে জল্পনা।
সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ইরানে হামলার ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি জো বাইডেনকে জানিয়েছে, নভেম্বর মার্কিন নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে চায় ইসরায়েল। কারণ ইসরায়েল দুর্বল, এমন ধারণা এড়াতে ইরানে হামলা করা জরুরি। তবে ইরানের পারমাণবিক কিংবা তেলের স্থাপনায় ইসরায়েল হামলা করবে না বলেও জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলের ইচ্ছা, শুধু সামরিক স্থাপনায় হামলা করা।

নেতানিয়াহুকে 'শয়তানের বাচ্চা' বললেন নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে নাৎসি জার্মানির নেতা অ্যাডলফ হিটলারের সাথে তুলনা করেছেন নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগো। একইসঙ্গে নেতানিয়াহুকে 'শয়তানের পুত্র' বলেও আখ্যায়িত করেছেন তিনি। বুধবার (১৬ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। নিকারাগুয়ান পুলিশের ৪৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেওয়া বক্তৃতায় ওর্তেগো বলেন, 'ইসরায়েল সরকারের প্রধান একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি শয়তানের পুত্র।' প্রেসিডেন্ট ওর্তেগো বলেন, তিনি নেতানিয়াহুকে হিটলারের সাথে তুলনা করেন কারণ ইসরায়েলের এই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যপ্রাচ্যে 'অভ্যাসগতভাবে সন্ত্রাসের নীতি' রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'এবং এটি হিটলার, হ্যাঁ, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হলেন হিটলার, তিনি জনগণকে ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছেন।' আনাদোলু বলছে, ইসরায়েলের ফ্যাসিবাদী ও অপরাধমূলক যুদ্ধবাজ সরকার ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তার এক বছর পর গত শুক্রবার নিকারাগুয়ান সরকার ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নিকারাগুয়া প্রজাতন্ত্রের সরকার ইসরায়েলের ফ্যাসিবাদী সরকারের সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।' প্রেসিডেন্ট ওর্তেগোর স্ত্রী ভাইস প্রেসিডেন্ট রোজারিও মুরিলো এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।
নিকারাগুয়ান পার্লামেন্টের একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে দেশটি এই সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর সরকার সোমবার ইসরায়েলে তাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহারের নির্দেশও দিয়েছে। ২০১০ সালে ওর্তেগো সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ২০১৭ সালে ইসরায়েল ও নিকারাগুয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গাজায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার ৩০০ জন লোক নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ৯৮ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিন ও লেবানন নিয়ে দ্বিমুখী নীতি আমেরিকার

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইয়েলকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে একই সময়ে ইসরায়েলে সেনা মোতায়েন এবং ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থাও মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও এটি পরিচালনা করার জন্য ১০০ সৈন্য পাঠানো হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
রোববার (১৩ অক্টোবর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলে সেনা মোতায়েন করার ঘোষণা দেয়। একই দিন মার্কিন কর্মকর্তাদের পাঠানো একটি চিঠিতে ইসরায়েলকে গাজার মানবিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে আহ্বান জানায়। এই অসঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন ইসরায়েল ও গাজা যুদ্ধে লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করছে।
এদিকে গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার, সামরিক সহায়তা বন্ধের বিষয়টি বাইডেন প্রশাসনের আগের হুমকি থেকে আলাদা বলতে অস্বীকার করেছেন।
ইসরায়েলের ব্যর্থতার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তার বিশদ বিবরণের জন্য চাপ দেওয়া হলে মিলার সাংবাদিকদের জানান, আমি আজ এটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।
এদিকে ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েন নিয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এক বিবৃতিতে জানান, ইসরায়েলে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করে ইরানের সৈন্যদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এছাড়াও আমরা আমাদের অঞ্চলে সর্বাত্মক যুদ্ধ রোধ করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে অনেক প্রচেষ্টা করছি। এর মাঝে তারা এই সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, আমাদের জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের কোনও রেড লাইন নেই।
জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাই অল্টিটিউড এরিয়া ডিফেন্স সিস্টেম বা থাড। এটি রাডার এবং ইন্টারসেপ্টরের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে স্বল্প, মাঝারি এবং মধ্য পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে ব্যর্থ করে দেয়।
যুক্তরাষ্ট্রের লোক দেখানো হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা হুমকি বন্ধের হুমকির মধ্যে গত মঙ্গলবার ফাঁস হওয়া ব্যক্তিগত চিঠি থেকে জানা গেছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মারকে 'কংক্রিট ব্যবস্থা'র একটি সিরিজ বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এটি বাস্তবায়নের জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়ার কথা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৫ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৩	৫.৩৪
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.৩১	
মাগরিব	৫.১৫	
এশা	৬.২৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

মাহাথির মোহাম্মদ হাসপাতালে ভর্তি

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বুধবার (১৬ অক্টোবর) তার কার্যালয় থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাহাথির হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। তার বাইপাস সার্জারি হয়েছে। সর্বশেষ গত জুলাই মাসে হাসপাতালে ভর্তি হন। এছাড়া চলতি বছরের শুরুতে মাহাথির প্রায় তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন।

উত্তর কোরিয়া সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ১৪ লাখ তরুণের আবেদন

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ায় চলতি সপ্তাহে সেনাবাহিনীতে যোগদান বা ফিরে আসার জন্য ১৪ লাখ তরুণ আবেদন করেছে। বুধবার দেশটির সরকারি সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ এ তথ্য জানিয়েছে। ড্রোনের অনুপ্রবেশ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার উত্তেজনার মধ্যে এই খবর জানালো পিয়ংইয়ং।
উত্তর কোরিয়ার আকাশে ড্রোন অনুপ্রবেশের জন্য সিউলকে দায়ী করে এ ঘটনায় 'সৃষ্ট উত্তেজনা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে' নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছে পিয়ংইয়ং।
গত সপ্তাহে পিয়ংইয়ংয়ের আকাশে ড্রোন পাঠিয়ে সেটি দিয়ে 'বিপুল সংখ্যক' লিফলেট ছড়ানোর জন্য সিউলকে দায়ী করেছে উত্তর কোরিয়া। এসব লিফলেটে উত্তর কোরিয়ার সরকারবিরোধী বক্তব্য ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর কোরিয়া আন্তঃকোরিয়া সড়ক এবং রেললাইনের একাংশ উড়িয়ে দেয়। কেসিএনএ বলেছে, যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আবেদনে স্বাক্ষর করেছে তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও ইয়ুথ লিগের কর্মকর্তারাও আছেন। তারা বিপ্লবের অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করার পবিত্র যুদ্ধে লড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
কেসিএনএ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে, সেগুলোতে তরুণদের আবেদনে স্বাক্ষর করতে দেখা গেছে।

গাজা নিয়ে ইসরায়েলকে ৩০ দিনের হুঁশিয়ারি দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় জরুরি মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ বাড়াতে ইসরায়েলকে ৩০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সময়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত না হলে, ইসরায়েলকে দেওয়া কিছু সামরিক সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র কাটছাঁট করবে বলে সতর্ক করেছে ওয়াশিংটন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানুযায়ী, দুই দিন আগে ইসরায়েলকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতে সই করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন। এতে বলা হয়েছে, অবনতিশীল মানবিক পরিস্থিতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'গভীর উদ্বেগ' রয়েছে।
গত মাসে উত্তর এবং দক্ষিণ গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠাতে ইসরায়েলের বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। এতে বলা হয়েছে, গাজার অনেক মানুষকে ইসরায়েল সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। চিঠিতে এক মাসের মধ্যে ইসরায়েল সরকারের জরুরি এবং টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে এখন থেকে এবং ৩০ দিনের মধ্যে সাহায্য সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ধারাবাহিক পদক্ষেপের ওপর কাজ করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে মার্কিন নীতির প্রভাব থাকতে পারে।

নেতানিয়াহুর ভোলা উচিত নয় যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে ইসরায়েল সৃষ্টি: ম্যাক্রোঁ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তার দেশটি সৃষ্টি হয়েছিল জাতিসংঘ গৃহীত একটি প্রস্তাবের ফলে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বরত শান্তিরক্ষীদের ওপর ইসরায়েলের গোলাবর্ষণের নিন্দাও জানিয়েছেন ফরাসি এই প্রেসিডেন্ট। ফরাসি মিডিয়া রিপোর্টের বরাত দিয়ে বুধবার (১৬ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যাকা ও লেবাননে ইসরায়েলের চলমান সামরিক আগ্রাসনে ক্ষুব্ধ ফরাসি প্রেসিডেন্ট। সংঘাত বন্ধে ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
গত সপ্তাহে এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক্রোঁ বলেন, ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি বন্ধ করাই গাজা ও ইসরায়েলে সংঘাত বন্ধ করার একমাত্র উপায়। পাশাপাশি লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ইসরায়েলি হামলারও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। এ কারণে ফরাসি প্রেসিডেন্টের ওপর চরম ক্ষেপেছেন নেতানিয়াহু।
এবার নেতানিয়াহুকে আরো বড় হুঁশিয়ারি দিলেন ম্যাক্রোঁ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭৯ সংখ্যা, ১ কার্তিক ১৪৩১, ১৩ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

শঙ্কাহীন জীবন

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, ভয় উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আজ এই ভয়ের সংস্কৃতি জাঁকিয়া বসিয়া আছে। সেইখানে পদে পদে ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। ভয়হীন জীবন এইখানে যেন দিল্লি দূর অস্ত! এইখানকার অধিকাংশ সরকার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার' বা ভয় থেকে মুক্তির দিশা দিতে পারে না। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আনিতে পারে না সুশাসন। এইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে যতদিন নাগরিকদের নির্ভয়ের জীবন নিশ্চিত না করা যাইবে, ততদিন এই সকল দেশ উঠিতে পারিবে না উন্নতির শিখরে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন: 'ভয় তার বাহিরেতে,/ ভয় তার অন্তরে,/ ভয় তার ভূত-প্রেতে/ ভয় তার মন্তরে।' অর্থাৎ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে ভয় কোথায় নাই? সবখানেই ভয় আছে কমবেশি। তিনি আরো লিখিয়াছেন: 'দিনের আলোতে ভয়/ সামনের দিঠেতে,/ রাতের আঁধারে ভয়/ আপনারি পিঠেতে' (উজ্জ্বলে ভয় তার, খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থ)। এইখানে 'দিঠেতে' মানে নজর/দৃষ্টিতে বা ঠিকানায়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক যে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়, সেইখানে 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার'-এর কথাও বলা হয়। ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট তাহার স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে ফোর ফ্রিডমস বা চারটি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। তাহা হইল- মতপ্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং দারিদ্র্য ও ভয় হইতে মুক্তি। তিনি ভয় হইতে মুক্তি বলিতে বিশ্বব্যাপী অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ও আগ্রাসন বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান নাগরিক অধিকার রক্ষা ও বৈষম্যমূলক সংঘাত কমানোর প্রতি জোর দেন। ইহাতে বুঝা যায়, উন্নয়নশীল বিশ্বে যে ভয়ের পরিবেশ বিদ্যমান, তাহার সহিত কোনো না কোনোভাবে ভূরাজনীতিও জড়িত। বিশ্বশান্তিতে নাবেলজয়ী রাজনীতিবিদ অং সান সু চি তাহার নোবেল বক্তৃতার আলোকে ১৯৯১ সালে প্রকাশ করেন 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার' নামে একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ। ইহার মূল উপজীব্য হইল মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাহার মতে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গড়িয়া তোলে ভয়ের সংস্কৃতি। এই ক্ষেত্রে দমন-পীড়ন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, সেন্সরশিপ, হামলা-মামলা ইত্যাদি হাতিয়ার হইয়া উঠে; কিন্তু ইহা হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পরিত্রাণের উপায় কী? কীভাবে তাহারা ভয়কে জয় করিবে? ইহার উপায় হইল-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা। ভয় হইতে মুক্তি পাইতে শুধু শারীরিক হুমকির অনুপস্থিতিই নহে, মানসিক ও আবেগীয় স্বাধীনতারও বিকাশ দরকার। নতুবা আমরা ভয়ের সহিত বসবাসের দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পাইব না। এই ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃবৃন্দের যেমন শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া প্রয়োজন, তেমনি আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব এবং সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্ব বা গ্লোবাল সাউথের উত্থান লইয়া যেইভাবে উন্নত দেশগুলি শঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে বিশ্বব্যাপী ভয় ও আতঙ্ক আরো বাড়িবে বইকি। ইহা হইতে মুক্তিতেও বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুযায়ী উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নতির মধ্যে যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রহিয়াছে, এই মুহূর্তে তাহাও আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়াও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণকে উল্লিখিত ভয়ের সংস্কৃতি হইতে বাহির হইয়া আসিতে সহায়তা করিতে হইবে।

ভারত ও কানাডার বিবাদ তেতে উঠল আবারও, এরপর কী

ভারত ও কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কূটনৈতিক বিবাদ আবারও মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কানাডা সরকার অভিযোগ করেছে, সে দেশে অবস্থানরত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন; যা কানাডার নাগরিকদের নিরাপত্তাহুমকিতে ফেলছে। অভিযোগের জের ধরে দুই দেশই একে অপরের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছে। আল জাজিরা-র বিশ্লেষণ

ভারত ও কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কূটনৈতিক বিবাদ আবারও মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কানাডা সরকার অভিযোগ করেছে, সে দেশে অবস্থানরত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন; যা কানাডার নাগরিকদের নিরাপত্তাহুমকিতে ফেলছে। অভিযোগের জের ধরে দুই দেশই একে অপরের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছে। সাম্প্রতিকতম উত্তেজনার শুরু গত সোমবার। ওই দিন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা 'কূটনৈতিক যোগাযোগে' ইঙ্গিত পেয়েছে যে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডায় একটি ঘটনার তদন্তে সেখানকার ভারতীয় কূটনীতিকেরা 'ফৌজদারি অপরাধে সংশ্লিষ্ট' থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নয়াদিল্লি-অটোয়া সম্পর্ক নতুন মাত্রায় নিম্নগামী হয় গত বছর। সেই সময় কানাডা সরকার জানায়, দেশটির পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যায় ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে তারা।

তবে নিজ্জর হত্যায় ভারতীয় কূটনীতিকদের যুক্ত থাকার যেকোনো অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। গতকাল তারা বলেছে, ভারত কানাডার 'অযৌক্তিক দোষারোপ' জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করছে এবং দেশটি থেকে তার কূটনীতিক ও অন্য কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিচ্ছে।

এর কয়েক ঘণ্টা পরই কানাডা সরকার বলেছে, তাদের কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী প্রমাণ পেয়েছে যে ভারতীয় প্রতিনিধিরা এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন, যা দেশটির মানুষের নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলছে। সেই সঙ্গে ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হচ্ছে বলে জানায় অটোয়া।

ভারত ও কানাডার মধ্যে কূটনৈতিক বিবাদ চড়ে যাওয়া, এ নিয়ে দুই দেশের অবস্থান ও সামনে কী ঘটতে পারে—সেসব বিষয় খতিয়ে দেখেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

কানাডা কী বলছে

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গতকাল বলেছেন, দেশটির ফেডারেল রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) 'স্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণ' পেয়েছে যে তাঁর দেশের জনগণকে নিরাপত্তাহুমকিতে ফেলার মতো কর্মকাণ্ডে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন এবং এখনো রয়েছেন।

এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো বলেন, 'এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে, গোপনে তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন, দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয়দের প্রতি নিপীড়নমূলক আচরণ, হত্যাসহ এক ডজনের বেশি হুমকি ও সহিংস তৎপরতায় যুক্ত থাকা।'

কানাডা সরকার গতকাল বলেছে, তাদের কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী প্রমাণ পেয়েছে, ভারতীয় প্রতিনিধিরা এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন, যা দেশটির মানুষের নিরাপত্তা হুমকিতে ফেলছে। সেই সঙ্গে ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হচ্ছে বলে জানায় অটোয়া।

আগের দিন গত রোববার আরসিএমপি বলে, কানাডায় 'হত্যা ও সহিংসতা' এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করাসহ 'গুরুতর ফৌজদারি কার্যকলাপে' ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে তারা।

আরসিএমপি এক বিবৃতিতে আরও বলেছে, 'এসব প্রমাণ ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে সরাসরি পেশ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন সহিংসতা থামাতে সহযোগিতা করেন এবং এসব বিষয়ে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে একত্রে কাজ করেন।'

এই বিবৃতির পর ছয় ভারতীয় কূটনীতিক ও কনস্যুলার কর্মকর্তাকে সে দেশ থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করে কানাডার পররাষ্ট্র দপ্তর 'গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা'। দেশ ছাড়ার নির্দেশ পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারও।

বিবৃতিতে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জোলি শিখ নেতা নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সরাসরি অভিযুক্ত করেন।

> পুলিশ 'স্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণ' পেয়েছে, কানাডার জনগণকে নিরাপত্তা হুমকিতে ফেলার মতো কর্মকাণ্ডে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন ও এখনো রয়েছেন।
> —জাস্টিন ট্রুডো, কানাডার প্রধানমন্ত্রী
>
> তদন্তের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ভারতকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টা এটি।
> —ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কী বলছে ভারত

কানাডার অভিযোগ জোরালো ভাষায় নাকচ করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল এক বিবৃতিতে বলছে, 'তদন্তের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে এটি ভারতকে কলঙ্কিত করার একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টা।'

মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, 'বারবার অনুরোধ জানানোর পরও' অভিযোগের পক্ষে 'কোনো প্রমাণ তাদের সঙ্গে শেয়ার' করেনি কানাডা সরকার।

পরে মন্ত্রণালয় বলেছে, 'কানাডায় ভারতের হাইকমিশনার এবং অন্যান্য কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের নিশানা করে ভিত্তিহীন যেসব অভিযোগ আনা হচ্ছে, সেসব একেবারে অগ্রহণযোগ্য'—সেটি অবগত করতে দেশটির (কানাডা) চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে তারা।

এ ঘটনায় 'নয়াদিল্লি আরও ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রাখে' উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ভারতীয় হাইকমিশনার এবং অন্যান্য কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তায় বর্তমান কানাডা সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের কোনো আস্থা নেই। তাই তাঁদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

এরপর পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ হিসেবে ভারত থেকে ছয় কানাডীয় কূটনীতিককে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করে মন্ত্রণালয়। এই কূটনীতিকদের মধ্যে কানাডার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারও রয়েছেন। ভারত ছাড়তে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

দুই দেশের উত্তেজনা এমন পর্যায়ে এল কীভাবে

ভারত-কানাডা সম্পর্কে উত্তেজনা হঠাৎ বেড়ে যায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জাস্টিন ট্রুডোর এক ঘোষণায়। ওই সময় তিনি বলেন, কানাডীয় নাগরিক নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ তদন্ত করছে কানাডার কর্তৃপক্ষ।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ২০২৩ সালের ১৮ জুন গুলিতে নিহত হন নিজ্জর। ওই মন্দিরের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। খালিস্তান আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন তিনি। ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

গতকাল এক বিবৃতিতে অন্যদিকে ভারত সরকার শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এ আন্দোলনকে ভারতের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। সেই সঙ্গে প্রবাসে থাকা খালিস্তান আন্দোলনের নেতাদের দমনে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সরকার।

ভারতের অভিযোগ, নিজ্জর 'সন্ত্রাসবাদে' জড়িত। তবে তাঁর সমর্থকেরা এ অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন।

কানাডার অভিযোগ প্রথম প্রকাশ্যে আসার পর দুই দেশ তাঁদের কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করে নেয়। এ ছাড়া কানাডীয়দের জন্য কূটনৈতিক পরিষেবাও স্থগিত করে ভারত।

চলতি বছরের মে মাসে কানাডা-ভারত উত্তেজনা আবার বেড়ে যায়, যখন কানাডীয় পুলিশ ঘোষণা করে যে নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। গ্রেপ্তারকৃত তিনজনই ভারতীয়। একই সঙ্গে পুলিশ জানায়, ওই ঘটনায় ভারত সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই ঘটনায় পরে আরেক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে কানাডা পুলিশ।

কানাডার সর্বশেষ পদক্ষেপ নাকচ করে দিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, কানাডা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে' ভারতকে দোষ দিচ্ছে।

এরপর কী

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল 'আরও পদক্ষেপ' নেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছে, দেশটি সে অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেয়, তার ওপরই নির্ভর করছে ওই ঘটনার ফলাফল কত দূর গড়ায় সেই বিষয়টি।

অটোয়ায় কার্লটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্টেফানি কারভিন বলেন, কানাডার সর্বশেষ অভিযোগগুলো 'খুবই গুরুতর'। এতে ভারতের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক আরও ক্ষতির মুখে পড়ার ঝুঁকিতে পড়বে। কানাডাকে এক জটিল পরিস্থিতিতে ফেলেছে এটি।

কারভিন আরও বলেন, কানাডায় দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের বসবাস। দেশটিতে বড় সংখ্যক ভারতীয় শিক্ষার্থীরাও পড়াশোনা করেন। এই ভারতীয়দের কনস্যুলার সেবা প্রয়োজন। তাই তাঁদের জন্য দেশটিতে কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বও থাকা দরকার।

এদিকে আল-জাজিরাকে শিখ বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিকেরা বলেন, কানাডায় প্রায় ৭ লাখ ৭০ হাজার শিখ নাগরিকের বসবাস। ভারতের বাইরে বিদেশে তাঁদের সংখ্যা এটিই সর্বোচ্চ। এই কানাডীয়দের ভাষ্য, ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। অলাভজনক সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন অব কানাডা' বলেছে, তারা কানাডা সরকারের গতকালের ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। পাশাপাশি নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় কূটনীতিকসহ সব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার চায় তারা।

সৌ: আল জাজিরা

আনাস আবু সরর

'যেন গণকবরে আটকে রাখা হয়েছে আমাদের'

৮ নভেম্বর, ইসরায়েলি সৈন্যরা অধিকৃত পশ্চিম তীরের জাবা চেকপয়েন্টে আমার গাড়ি থামিয়ে আমাকে অপহরণ করে। আমি ২৫৩ দিন বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছি কোনো অভিযোগ ছাড়াই। আমি একটা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। স্ত্রীকে ফোন করে জানালাম যে খাবার নিয়ে আসছি। ফোনে তখন আমার ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তার কান্না আমার মাথায় ছিল পরের আট মাস। চেকপয়েন্টে ইসরায়েলি সৈন্যরা আমাকে গাড়ি থেকে বের করে হাতকড়া পরিয়ে ও চোখ বেঁধে একটি সামরিক ক্যাম্পের ভেতরে পাঁচ ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখে। হেবরনের অবৈধ ইহুদি বসতিতে এক আটক কেন্দ্রে পাকাপাকি স্থানান্তর করা না পর্যন্ত আমাকে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

বারবার বলা সত্ত্বেও আইনজীবী বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দুই মাস আটক থাকার পর অবশেষে একজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম। উকিলের কাছে জানতে পেরেছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আমি প্রশাসনিক বন্দী!

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী এই নতুন আইন ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছেমতো আটকে রাখতে পারে। ৭ অক্টোবর ২০১৩ থেকে এই আইনে এখন পর্যন্ত তিন হাজার তিন শর বেশি ফিলিস্তিনিকে বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে।

আট মাসের বেশি সময় ধরে আমি ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ক্ষুধার্ত আর অপমানিত হয়ে মার খেয়েছি। একটি ছোট কংক্রিটের সেলে আরও ১১ বন্দীর সঙ্গে রাখা হয়েছিল আমাকে। এতটা ছোট সেই সেল যে মনে হচ্ছিল, আমাদের গণকবরে রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে নরক ভোগ করেছি আমরা।

রক্ষীরা ভারী প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নিয়মিত লাঠি দিয়ে হাত ও পায়ে মারত আমাদের। আতঙ্কিত করার জন্য বড় পুলিশ কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিত আমাদের ওপর। ধাতব লাঠি দিয়ে সেলের গায়ে ক্রমাগত আঘাত করত, যেন একমুহূর্ত আমরা শান্তিতে থাকতে না পারি। প্রতিদিন মৌখিক অপমান, আমাদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই বলা, এসব তো ছিল প্রতিমুহূর্তের ব্যাপার। ফিলিস্তিনি নেতাদের, আমাদের পতাকা নিয়ে কুৎসিত কথা চলত অবিরাম।

শৌচাগার ব্যবহারের সময় ছাড়া আমাদের কোনো গোপনীয়তা ছিল না। প্রথম ছয় মাস দেওয়া হয়নি শেভ করার অনুমতি। যে খাবার দেওয়া হতো, তা দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। আটক থাকার সময় আমি ২০ কেজির বেশি ওজন হারিয়েছি। প্রতিনিয়ত আসতে থাকা নতুন বন্দীরাই ছিল বাইরের দুনিয়ার খবরের একমাত্র উৎস।

আমি নিজেকেই দেখে চিনতে পারতাম না। ভাবতাম, যদি বের যেতে পারি কোনো দিন, তাহলে আমার ছেলেকে চিনতে পারব তো? আমি শুধু চোখ বুজে কল্পনা করতাম, আমার ছেলে বড় হচ্ছে। ভাবার চেষ্টা করতাম, সে দেখতে কেমন হচ্ছে। আমার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবার জন্য চিন্তা হতো। বাবা বেঁচে আছেন তো? অসুস্থতা বেড়ে গেলে কে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়? ইসরায়েলি কারাগারে কাটানোর সময়ে একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসরায়েলিরা আমাদের বন্দী করে অত্যাচার করে মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর তা করতে চায় এমনভাবে, যেন মুক্তি পাওয়ার পর অপমান-অত্যাচারে আমরা ভুলে যাই যে আমরা কারা। আমরা ভেঙে পড়লে তা হবে ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে ইসরায়েলিদের বার্তা।

কিন্তু ইসরায়েলিদের এই অশুভ কৌশল প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। আমাদের আটকে রাখা সেলের কংক্রিট আমাদের কোষে কোষে এসে ঠাঁই নিয়েছে। আমরা তাদের চেষ্টা দেখে হাসি। ইসরায়েলি রক্ষীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে হাসি আমাদের অস্ত্র। আশা আমাদের ঢাল।

একদিন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে ফোন করলাম। ভিডিও কল। ফোনের ক্যামেরা ঘোরানো হলো আমার ছেলের দিকে। এত দিন পর আর আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। আমার চোখের জল পড়তে লাগল। আমি বারবার শুধু একটা কথাই বলতে লাগলাম, 'আমি তোমার বাবা, আমি তোমার বাবা।'

ইসরায়েল আমাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে। আমার আত্মাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু আমি এই কঠিন সময় পার হয়ে আরও কঠিন, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। আমার কারাবাসের ক্ষত মিলিয়ে যাবে না। আমি তাঁকে মিলিয়ে যেতে দেব না।

আটক হওয়ার আগে আমি পাঁচ বছর এইডা যুবকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। ছাড়া পেয়ে এখন আমি কেন্দ্রে ফিরে এসেছি। একজন পিতা হিসেবে, একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে আমি জানি, আমাকে কাজ করতে হবে ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্য, যুবকদের জন্য। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য আমি এখন আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মো. আনাস আবু সরর আইডা যুবকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

নকল ফুলের মালা বদল করে সই পাতানো রীতি চলছে বাঁকুড়ার গ্রামে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের রমরমার যুগেও প্রাচীন রীতি মেনে সয়লা মেলায় হাজির হয়ে নকল ফুলের মালা ও ডালা বদল করে সই পাতান আকুই গ্রামের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। চেনা হোক বা অচেনা মানুষ। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ডিজিট্যাল স্ক্রিনে এক ক্লিকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠানো বা প্রস্তাব গ্রহণই যখন দস্তুর তখন বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত আকুই গ্রামের সয়লা উৎসব যেন সন্ধান দেয় নিখাদ বন্ধুত্বের। যে বন্ধু শুধু হাই হ্যালোর সীমানায় নয়, একে অপরের সাথে মালাবদল করে শপথ নেয় বিপদে আপদে সম্পদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর।
কথিত আছে একসময় বাঁকুড়া জেলার বর্ধমান সীমানা লাগোয়া এলাকায় জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্যের ব্যপক প্রভাব ছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় শতক আগে সেই জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের জেরে এলাকায় বিরাজ করত অশান্তি। তৎকালীন বর্ধমান রাজার এক নায়েব এলাকায় খাজনা আদায় করতে গিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এই অশান্তি। যা তাঁকে পীড়িত করে। এই অশান্ত এলাকাকে শান্ত করতে বুদ্ধিমান নায়েব খুঁজে বের করেন এক সামাজিক দাওয়াই। তাঁর উদ্যোগেই বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা লাগোয়া এলাকায় থাকা আকুই গ্রাম সহ আশপাশের গ্রামে চালু হয় সয়লা উৎসব। গ্রাম ভেদে এই উৎসবের আয়োজন হয় ৪ থেকে ১২ বছর অন্তর। এই উৎসবের মূল সূত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে খুঁজে নিতে হবে এক বন্ধুকে। তারপর সেই বন্ধুর সঙ্গে ফুলের মালা বদল করে সই পাতিয়ে একে অপরকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শপথ নিতে হবে সারা জীবন সুখে, দুঃখে, বিপদে আপদে একে অপরের পাশে থাকার। প্রাচীন সেই রীতি মেনে আকুই গ্রামে ২০১৯ সালের পর মঙ্গলবার আয়োজিত হয়েছিল সয়লা উৎসবের।

বহরমপুরে সাতসকালে গুলিতে খুন জমি ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মী

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সকাল সকাল বহরমপুরে খুন তৃণমূল কর্মী। দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলিতে ঘটনাস্থলে লুকিয়ে পড়ে ঐ তৃণমূল কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুরের রাধারঘাট নাথপাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম প্রদীপ দত্ত, বয়স আনুমানিক ৫৫ র উর্ধ্বে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রদীপ দত্ত প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে প্রাত: ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় রাধার ঘাট নাথপাড়া এলাকায় তাকে লক্ষ্য করে বাইকে করে আসা দুষ্কৃতকারীরা এলোপাথাড়ি গুলি করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে বাইকে করে হেলমেট পড়া দুজন দুষ্কৃতি তাকে লক্ষ্য করে প্রায় ৭ রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে পাশের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা যায় প্রদীপ দত্তর বাড়ি বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের বধুর পাড়া এলাকায়। তৃণমূলে কর্মী হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন বলে পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি। জমির কেনাবেচার কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি।
বছর পঞ্চাশের প্রদীপকে কে বা কারা খুন করল, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুষ্কৃতীদের মাথায় হেলমেট ছিল। তাই তাদের কাউকে চেনা যায়নি। ওই দুষ্কৃতীরা বহিরাগত নাকি এলাকার কেউ, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
দুষ্কৃতীরা বেশ কয়েকদিন ব্যবসায়ীর গতিবিধির উপর নজর রাখার পর গুলি চালিয়েছে বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ওই ফুটেজের মাধ্যমে বাইক এবং দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। খুনের নেপথ্যে ব্যবসায়িক শত্রুতা নাকি রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
অন্যদিকে এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে শাসক থেকে বিরোধী শিবির । তৃণমূল নেতা রাজিব হোসেন বলেন - অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মানুষ হিসাবে খুব ভালো ছিলেন। আমরা অবাক কেন এরকম ঘটনা ঘটলো। অপরাধীরা দ্রুত গ্রেপ্তার হোক।

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বোমা বাঁধতে গিয়েই মৃত্যু এক ব্যক্তির ঘটনায় রীতিমতো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সাত সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার মেহেদী পাড়া ফকিরাবাদ ফাঁকা মাঠে। সকাল বেলায় এলাকার কৃষকরা কৃষি কাজে মাঠে যেতেই দেখেন রাস্তার ধারের নয়নজলিতে হাত পা নেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি দেহ তখন চিৎকার চেঁচামেচি করতেই এলাকার মানুষ ভিড় করেন সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ডোমকল থানায় খবর দেই এলাকাবাসীরা,ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ ও আই সি পার্থসারথী মজুমদার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পুলিশ সূত্রে মৃত ব্যক্তির নাম জানা যায় মমিনুল ইসলাম (৪৫) বাড়ি জলঙ্গি থানার ফরিদপুর হাই স্কুল এলাকায়।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় মৃতের ছেলে,মৃতের ছেলে জানান গতকাল সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে তার পরে আর খোঁজ খবর ছিলনা না ,বাবার এই কর্মের জন্য তেমন খোজ খবর রাখতেন না ছেলে,বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ তার বড় দিদি ফোন করে জানান যে তার বাবার মৃত দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই খবর পেয়ে ডোমকল থানার মেহেদী পাড়া মাঠের রাস্তার ধারে পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায়।যদিও বোমা তৈরির কাজ তার বাবা করতেন সেই কথা জানান ছেলে।যদিও কাদের জন্য বোমা তৈরির কাজ করতেন সেই বিষয়ে কিছুই জানেন না তার পরিবার বলে জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশের নৌসেনার হাতে আটক ভারতীয় ৩১ মৎস্যজীবী

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: ভারতীয় দুটি ট্রলার ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে যায় এরপর বাংলাদেশের নৌসেনার হাতে দুটি টলার ধরা পড়ে যাতে ৩১ জন মৎস্যজীবী আছে বলে জানা যায়। কাকদ্বীপ থেকে মাছ ধরতে গিয়েছিল ১৪ তারিখে। এফবি বাসন্তী ও এফবি জয় জগন্নাথ ট্রলার দুটিকে বাংলাদেশের নৌ সেনা ধরে বলে জানা যায়। সতীনাথ পাত্র সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক বলেন কাকদ্বীপ থেকে ১২ তারিখে দুটি টলার মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিল গভীর সমুদ্রে। পরে খবর পাওয়া যায় ৩১ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশ নৌ সেনা তাদেরকে আটক করেছে।

জল যন্ত্রণায় নাজেহাল মানুষ, নিকাশি খাল পরিদর্শন করলেন এডিএম

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: পুজোতে মুখে হাসি নেই মানুষের। জল যন্ত্রনায় নাজেহাল মানুষ। উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামোর অভাবে দীর্ঘদিন ধরে জল যন্ত্রনায় ভুগছেন মানুষ। কোলাঘাট, পাঁশকুড়া ও শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় জমে রয়েছে জল। ফলে ছড়িয়ে পড়ছে পচা দুর্গন্ধ। জমা জল বের করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার সোয়াদিঘী থেকে রামতারক হয়ে নারায়ণ পাকুড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সোয়াদিঘী খাল পরিদর্শন করলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিদর্শনের টিমে অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাড়াও ছিলেন মহকুমা শাসক (তমলুক) দিব্যেন্দু মজুমদার , সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সরকার সহ কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, শহীদ মাতঙ্গিনী তিন ব্লকের বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগন। উপস্থিত ছিলেন, সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বেরা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক কোথাও নৌকায় চেপে, কোথাও পায়ে হেঁটে, কোথাও বা টোটোতে চড়ে সোয়াদিঘী থেকে রামতারক হয়ে নারায়ন পাকুড়িয়া পর্যন্ত পূর্নাঙ্গ খাল পরিদর্শন করেন।
আন্দোলনকারী সংগঠন - সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতি ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে মধুসূদন বেরা ও নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, চলতি বর্ষায় তমলুক মহকুমার কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের প্রায় শতাধিক মৌজা মাসাধিক কাল ধরে জলবন্দী হয়ে রয়েছে। কাঁসাই নদীর বাঁধ ভেঙে পাঁশকুড়ার বন্যার জল এই খাল দিয়েই রূপনারায়ণে বের হচ্ছে। ওই এলাকার বহু রাস্তা এখনো রয়েছে জলের তলায়। দীর্ঘদিন ওই জল জমে থাকায় আগাছা পচে ওই জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বর্ষার পরই সংস্কারের বিষয়ে সেচ দপ্তর উদ্যোগী না হলে এলাকার মানুষ আন্দোলনের নামতে বাধ্য হবেন, বলে জানান এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, জলবন্দী এলাকার জল বের করার দাবিতে উপরোক্ত সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে ৩ রা অক্টোবর জেলা সেচ দপ্তর ও জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান ।
বিক্ষোভের জেরে ৭ ই অক্টোবর জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি নোনাকুড়ি থেকে রামতারক পর্যন্ত খালটি পরিদর্শন করেন। তিন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় জমা জল বার করার উদ্দেশ্যে জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও, সভাপতি, সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটি মিটিং করেন । জেলা শাসকে নির্দেশ মতো শুরু হয় জেসিবি মিসিন দিয়ে খাল সংস্কারের কাজ। সেই কাজ এদিন পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মক্তবের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের কুমরুল গ্রামে সম্প্রতি জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের উদ্যোগে কুমরুল দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তবের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল শিক্ষার্থীদের বার্ষিক প্রতিযোগিতা। বাদ যোহর থেকে রাত্রি পর্যন্ত মক্তবের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অতঃপর দ্বীন ধর্ম বিষয়ক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন হাফিজ কারী ইয়াসিন এবং স্থানীয় আলেমগণ।আশি জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার ও অনুষ্ঠানের স্মারক পত্র তুলে দেওয়া হয়।
উপস্থিত ছিলেন কুমরুল নিয়ামত দানিশ মুনাযযাম মক্তবের মুআল্লিম (শিক্ষক) হাফিজ রবিউল ইসলাম, ময়রাপুকুর মাদ্রাসার সম্পাদক ক্বারী মুহিব্বুল্লাহ,ধরাবাড়ি মুনাযযাম মক্তবের মুআল্লিম মাওলানা উসামা, কুন্ডস্থল মাদ্রাসার শিক্ষক ক্বারী আমির হোসেন।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরাল পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১১ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়।

কান্দরা গ্রামের খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুজন

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: সালারের কান্দরা গ্রামের খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হল সানোয়ার শেখ ও রজব আলী। মঙ্গলবার রাতে তাদের কান্দরা গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতদের কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক উভয়কে এই তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত সোমবার রাতে সালার থানার মালিহাটি গ্রামের বাসিন্দা আলাই শেখ ৫৫ দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমা লাঠি ও রডের আঘাতে মারা যান। এরপর মঙ্গলবার এই খুনের ঘটনায় সালার থানায় অভিযোগ করে মৃতের স্ত্রী রেবা বিবি। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

‘বৃক্ষ মানব’ সুখময়ের গাছ রোপণ ভিন রাজ্যে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● বেলডাঙ্গা

আপনজন: গাছ রোপণকে নেশায় পরিনত করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নৌপুকুরিয়া নতুন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সুখময় সাহা। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লক সহ রাজ্যের বিভিন্ন জালায় গাছ নিয়ে ছুটে যান তিনি। এবার তিনি গাছ নিয়ে পাড়ি দিলেন ভিন রাজ্যে। চলতি মাসে তিনি পাড়ি দেন উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। হিন্দিভাষী এই রাজ্যের হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মৌসুরি প্রভৃতি এলাকায় বৃক্ষ রোপন করেন। বট, অশোক, কদম, বকুল প্রভৃতি গাছ তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়ে গেছেন। গাছ সংরক্ষণ করার জন্য স্থানীয়দের দ্বায়িও দিয়েছেন তিনি।গত বর্ষায় নিজের এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার বৃক্ষ রোপন করেন তিনি। এলাকার তিনি”বৃক্ষ মানব” হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠছেন। তাঁর বিদ্যালয় চত্বরেও তুলশী, কালমেঘ সহ নানা প্রকার গাছ লাগিয়েছেন। পরিবেশপ্রেমী শিক্ষক সুখময় সাহা ভিনরাজ্য যাত্রায় দিচ্ছেন জল সংরক্ষণ ও প্লাস্টিক বর্জনের বার্তাও। ভিন রাজ্য সফর শেষে তিনি এরাজ্যে ফিরেছেন চলতি সপ্তাহে। আপনজন প্রতিনিধি এবিষয়ে জানতে চাইলে মুঠোফোনে শিক্ষক সুখময় সাহা বলেন, ‘গাছ এমন একটি “কলম” যা পৃথিবীর “গল্প” লেখে। আমার স্বপ্ন ভারত বর্ষের প্রতিটি রাজ্যে বৃক্ষরোপণ এবং তা সংরক্ষণ করে দেশব্যাপী সবুজের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। একই সঙ্গে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা যা করণীয় তা সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেওয়া।’

ক্ষেতে কাজে যাওয়ার পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: বুধবার বিকেলে নিজ ক্ষেত থেকে কপির চারা তুলে স্বামী স্ত্রী মিলে চারা রোপন করতে যাওয়ার পথে হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে আর তার মাঝে বজ্রাঘাত আর তাতেই স্বামীর মৃত্যু হলো। বজ্রাঘাত তাদের থেকে কিছুটা দূরে পড়লেও তার প্রকট আওয়াজে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বিশ্বদেব সরদার বয়স ৫৯ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলী ব্লকের দেউলবাড়ী দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউলবাড়ির বাসিন্দার। বিশ্বদেব সরদার।
তিনি রেখে গেলেন স্ত্রীসহ দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানকে। বড় ছেলে সুকুমার সরদার ও ছোট রঞ্জিত সরদার একটি মেয়ে বিবাহিত বড় ছেলের দুই সন্তান ও আছে। বজ্রাঘাতের পর পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে আসে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু, আগুন ধরাল জনতা

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত(জলঙ্গী রোড বাজেটিয়া এলাকায়),এম আই টি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পাশে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ও গুরুতর আহত আরো দুজন। বহরমপুরের বানজেটিয়ার বাসিন্দা সুমন হালদার বয়স ৩৬, তার স্ত্রী পম্পা রায়কে এবং তাদের ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বহরমপুরে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল এবং ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বানজেটিয়া এলাকায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সুমন হালদারের এবং গুরুতরভাবে জখম হন তার স্ত্রী পম্পা রায় ও তাদের সন্তান। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা ঘাতক ট্রাকটিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে। দুজনকে মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তারা চিকিৎসাধীন।

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে। মানিকচক থানার বড়বাগান দক্ষিণতরাবালি টোলার বাসিন্দা। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে বুধবার ভোর নাগাদ সামান্য জ্বর নিয়ে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয় সফিকুল। তারপরে কর্তব্য তুই চিকিৎসক চিকিৎসা করতেই মৃত্যু হয় তার। পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসক ইছকৃতভাবে মেরে ফেলেছে। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড। পুলিশের সামনেই হাসপাতাল চড়াও হন মৃত রোগীর আত্মীয় পরিজরা। চড়াও হতে না পেরে হাসপাতালে চত্বরে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন। বুধবার সাত সকালে এই ঘটনা কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মালদার মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, মৃত রোগীর নাম সফিকুল ইসলাম, বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি মানিকচকের বড়োবাগানে।

এপিজে আব্দুল কালামের জন্মদিনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ড.এপিজে আব্দুল কালাম এর ৯৪ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরী ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন্তি চেতনার পালিত হল আন্তর্জাতিক ছাত্র দিবস।কান্দী থানার অন্তর্গত জীবন্তি চেতনার শিক্ষা নিকেতনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ছাত্র দিবস উদযাপন হয়। এদিন সকাল ৮ টার সময় জীবন্তি বাজারে চেতনার শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রভাত ফেরী করা হয়। এরপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মিসাইল ম্যান কালাম স্যারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে জাতীয় সঙ্গীত পাঠের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।
প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের প্রায় সারাদিন ব্যাপী কবিতা আবৃত্তি, নাটক, ক্যুইজ, নৃত্য প্রতিযোগিতাসহ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতন এর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে কালাম স্যারের সংগ্রামী জীবনী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসী
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের বিশিষ্ট্য শিক্ষক মাননীয় শিক্ষক কুনাল সরকার , মসির আলী, আজাদ মিশনের সেক্রেটারী আবু সুফিয়ান, মাহফুজ রহমান , রাহিবুল সেখ, জামির সেখ, প্রমুখ্য। চেতনার শিক্ষা নিকেতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জীবন্তি এলাকায় উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।
১৫ অক্টোবর। বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ছাত্র দিবস।প্রয়াত বিজ্ঞানী তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামকে শ্রদ্ধা জানাতেই আজকের এই দিনটিকে এভাবে পালন করা হয়ে থাকে।

বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুধবার তারাপীঠের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে। এদিনের জেলা সম্মেলন থেকেই ট্রাক মালিক সমিতির একটি কমিটি গঠিত হয়। নতুন ভাবে গঠিত বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতির জেলা সভাপতি পদে রামপুরহাট এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর খান মনোনীত হন। সহ সভাপতি সৈয়দ হাফিজুল খায়ের, মোহম্মদ আজিজ, মোহম্মদ শামীম, রাজেশ ও সাধারণ সভাপতি মুন্না হোসেন খান, সাধারণ সহ-সভাপতি সানোয়ার মন্ডল আপেলের নাম নথিভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একজন করে সদস্যের নামও নথিভুক্ত করা হয়। সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য দেবাশীষ পাল জানান যে,আমাদের এই সংগঠনে ছোটখাটো ট্রাক মালিকরাও রয়েছেন। অনেকে দুজন তিনজন মিলিত ভাবে শেয়ারে লরি নিয়েছেন কিন্তু তারা উপযুক্ত ভাবে ব্যবসা করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে।

পদ্মায় নিখোঁজ সিভিকের দেহ এখনও মেলেনি

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পদ্মা নদীতে জল কমতেই ফের ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে লালগোলা ব্লকের তারানগর এলাকায়। গত সোমবার সেখানে প্রতিদিনের মত পাঁচজন সিভিক ভলেন্টিয়ার নজরদারি চালাচ্ছিল। সোমবার সন্ধ্যা নামার আগে ভাঙনের ধসে এলাকার দু'টি বাচ্চা সহ এক বাসিন্দা পদ্মার জলে পড়ে যায়। কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়াররা লক্ষ্য করে ইউসুফ শেখ ও হাফিজুল শেখ নামের দুই শিশু জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ কিছু না ভেবেই পদ্মার জলে ঝাঁপ দেয় ডিআইবি সিভিক ভলেন্টিয়ার আসিকুল ইসলাম। দুই শিশুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে সে। নিখোঁজ হয় তারানগরের বাসিন্দা মুকলেসুর রহমান। কিন্তু রাধাকৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা ও ডিআইবি সিভিক ভলেন্টিয়ার আসিকুল ইসলাম ডাঙ্গায় উঠতে গেলেও ধসের মাটি তার গায়ে পড়ে, দু'দুবার ধসের মাটি গাড়ি পড়ায় জলে তলিয়ে যান।

নাগর নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ ৬ বছরের শিশু

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার আলতাপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিগঞ্জ গ্রামে বুধবার দুপুরে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। খেলার ছলে নাগর নদীতে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায় ছয় বছরের এক নাবালক। নিখোঁজ হওয়া শিশুটির নাম রোহন রাজা, যার বয়স মাত্র ছয় বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে রোহন বাড়ির পাশেই খেলাধুলো করছিল। নদীর পাশেই তার মা জামাকাপড় ধোয়ার কাজ করছিলেন। হঠাৎ করেই রোহন স্নান করতে নদীর গভীরে নেমে পড়ে। নদীতে জল বেশি থাকায় রোহন দ্রুত ডুবে যায়। তার সাথে থাকা অন্যান্য নাবালকেরা চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন দ্রুত নদীতে নামেন এবং খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তবে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে করণদিঘি থানার পুলিশ এবং এনডিআরএফে সেখানে পৌঁছায়।

الدعوة
দাওয়াত

- মহানবী সা.-এর বিশেষত্ব
- লোক দেখানো আমলের ভয়াবহ পরিণতি

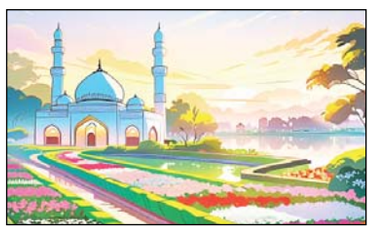

- রাসূলুল্লাহ সা.-এর রসিকতা
- মুমিনের বিপদে এগিয়ে আসার প্রতিদান

মহানবী সা.-এর বিশেষত্ব

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব

মানবজাতিকে দ্বীনের পথে অটল রাখতে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী সা:-কে। অন্য নবী-রাসূলদের তুলনায় তিনি ব্যতিক্রমী ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর পৃথিবী গড়ে, তাতে সুন্দর ও প্রিয় সৃষ্টি মানুষ পাঠিয়েছেন। এই মানবজাতির মধ্য থেকেই তিনি (আল্লাহ) তাদের (মানুষকে) সৎপথে চালানোর জন্য দিক-নির্দেশনায় অতি উত্তম ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, তিনিই হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ সা:।

যার প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম রেখেছেন আহম্মদ এবং মুহাম্মদ সা:। আহাম্মদ হলো সর্বাধিক প্রশংসাকারী এবং মুহাম্মদ হলো প্রশংসিত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল সা:-এর প্রশংসায় পবিত্র কুরআনকে মহা-উজ্জ্বল করেছেন এবং তিনি ও (মুহাম্মদ সা:) তাঁর প্রেমিক মহান আল্লাহর প্রশংসা করে, জগদ্বাসীকে তাঁর (আল্লাহর) পথে আহ্বান করে মানব মুক্তির সুসংবাদ দিয়ে শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেছেন।

আবু দাউদ শরিফের এক হাদিসে এসেছে যে, একবার কিছু লোক হজরত আয়েশা রা:-এর খেদমতে হুজুর সা:-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আরজ করলেন। জওয়াবে মা আয়েশা রা: তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি কুরআন পড়ো নাই? রাসূলুল্লাহ সা:-এর চরিত্র ছিল জীবন্ত কুরআন।’

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘নিশ্চয়ই আপনি এক মহান চরিত্রের অধিকারী।’ (সূরা ক্বালাম-৪)

‘হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।’ (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

‘আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না।’ (সূরা সাবা-২৮)

সূরা আল-ইমরানের ১৫৯ আয়াতে বলেন- ‘আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছিলে; যদি তুমি কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা চাও এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো এবং তুমি কোনো সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন।’

এ আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী সা:-এর প্রশংসা করেছেন এ জন্য যে, ‘ওহুদের’ যুদ্ধে কিছু লোকের ত্রুটির কারণে প্রিয় নবী সা: যুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি এবং তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি কোনো প্রকার অশুভ-আচরণ করেননি এবং তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হননি; বরং তিনি নিজের শরীরের ক্ষত-বিক্ষতের কথাও আল্লাহর রহমতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং যারা ‘ওহুদের’ যুদ্ধে ভুল করেছিলেন, তিনি তাদের ক্ষমাও করেছিলেন। এমনই ছিল মহানবীর গুণাবলি।

প্রিয় নবী সা:-এর প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন- ‘হে নবী! তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। তুমি বিশ্ববাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মহা অনুগ্রহ রয়েছে এবং তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা শুনো না; ওদের নির্যাতন উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করো; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।’ (সূরা আহজাব : ৪৫-৪৭)

‘হে মুহাম্মদ ঘোষণা করে দাও, ওহে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রাসূল।’ (সূরা আরাফ-১৫৮)

‘তিনি (আল্লাহ) যিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, আর সব ধর্মের ওপর একে (ইসলাম ধর্মকে) জয়যুক্ত করার জন্য।’ (সূরা ফাতহ-২৮)

‘হে নবী! লোকদের বলে দাও। তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ (সূরা আলে ইমরান-৩১)

মহান রাব্বুল আলামিন, তাঁর নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ সা: সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যেমনভাবে প্রশংসা করেছেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রেমিক এবং তাঁর বান্দা ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা:-এর মাধ্যমেও তিনি তাঁর নিজের প্রশংসা গ্রহণ করেছেন, যা সারা কুরআনে বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ‘হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ , তিনি এক। আল্লাহ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁর সমতুল্যও কেউই নেই।’ (সূরা ইখলাস)

‘তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই (ইলাহ নেই)। তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।’ (সূরা বাকারা-২৫৫)

‘তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই (উপাস্য নেই)। তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা দুনিয়া ও আখিরাতে। শাসন ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।’ (সূরা কাছাছ-৭০)

‘তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র বাদশাহ, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহিমান্বিত; ওরা (মুশরিকরা) যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।’ (সূরা হাশর : ২২-২৩)

মহানবী সা:-এর আহমদ ও মুহাম্মদ নামের মধ্যেই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ ও গুণাবলি বিদ্যমান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- ‘যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের আমার আয়াত পড়ে শুনায় এবং তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদের কিতাব (কুরআন) ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।’ (সূরা বাকারা-১৫১)

মহান আল্লাহ বলেন- ‘আল্লাহর রাসূলের (মুহাম্মদের) মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।’ (সূরা আহজাব-২১)

মহনবী সা:-এর গুণাবলির বর্ণনা একমাত্র আল্লাহর দ্বারাই শেষ হতে পারে, মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে নবী করিম সা:-এর বিবিগণই তাঁর গুণের কথা সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন।

হজরত আয়েশা রা:- বলেছেন, কখনো কাউকে মন্দ বলার স্বভাব রাসূলুল্লাহ সা:-এর ছিল না। মন্দের পরিবর্তে কখনো মন্দ ব্যবহার করতেন না; বরং তা পরিত্যাগ অথবা ক্ষমা করে দিতেন। (তিরমিজি ও শামায়েলে তিরমিজি) তাঁকে (রাসূলকে) দু’টি বিষয়ের যেকোনো একটি গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হলে যা সহজ হতো তাই গ্রহণ করতেন, অবশ্য তা যদি কোনো পাপকার্য না হতো। নতুবা তা থেকে দূরে থাকতেন। কখনো নিজের কোনো ব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করত তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিতেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহরই নির্দেশে তিনি তাদের প্রতি শাস্তির বিধান করতেন। তিনি কখনো চিহ্নিত করে কোনো মুসলমানকে অভিশাপ দেননি। কখনো কোনো দাস-দাসীকে, কোনো নারী এমনকি পশুকেও নিজের হাতে মারধর করেননি। কারো কোনো আবেদন কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে তা যদি নাজায়েজ কিছু না হতো। যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মুচকি হেসে হেসে প্রবেশ করতেন। বন্ধুজনের মধ্যে কখনো পা ছড়িয়ে বসতেন না। কথাবার্তা ধীরে ধীরে এমনভাবে বলতেন, যদি কেউ মনে রাখতে চাইত তবে সহজেই তা করতে পারত। (বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ)

সুতরাং এ কথা বলা যায়, যুগে যুগে যেসব মহামানব দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়ে অকাতরে নিজের জীবন ও ধন উৎসর্গ করে মানবজাতিকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখিয়ে পৃথিবীকে ধন্য করেছেন, বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদ সা: ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ব্যতিক্রমী ১০ গুণ : আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে ব্যতিক্রমী ১০টি গুণ দান করেছেন। দু’টি হাদিসে এই ১০ গুণের বর্ণনা রয়েছে। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রা: থেকে বর্ণিত- মহানবী সা: বলেছেন, ‘আমাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি।’ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বৈশিষ্ট্য কী কী? তিনি বলেন : ১. ‘ভয়-ভীতি দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে’। মহানবী সা:-এর চেহারায় আল্লাহ তায়ালা এমন আকর্ষণীয় রূপ দান করেছিলেন, যা দেখে শত্রুরা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ত। তাঁর ক্ষতি করার সাহস পেত না।

২. ‘আমাকে গোটা দুনিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে।’ অর্থাৎ দুনিয়া নবী সা:-এর করতলগত এবং অধীন হবে। এ ক্ষমতা অন্য কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি।

৩. ‘আমার নাম রাখা হয়েছে আহমদ, তথা অতি প্রশংসাকারী।’ এমন নাম অন্য কোনো নবী-রাসূলের রাখা হয়নি।

৪. ‘আমার জন্য মাটি পবিত্র বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।’ ফলে পানির বিকল্প হিসেবে এই উম্মতের জন্য মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। যেমন- তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

৫. ‘আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।’

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘আমার উম্মতকে এমন তিন বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। এক. সালাম, তা জান্নাতিদের অভিবাদন। দুই. সারিবদ্ধ হয়ে ইবাদত করা। এটি ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। তিন. আমিন বলা। এটি মুসা ও হারুন আ: ছাড়া কোনো নবীর সময় ছিল না।’ (ইবনে খুজাইমা)

মুসলিম শরিফের অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, ‘আমাকে ছয় জিনিস দিয়ে অন্য নবীদের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি আগের মতো। ব্যতিক্রমগুলো হলো-

৬. ‘আমাকে সংক্ষেপে অধিক অর্থবহ কথা বলার যোগ্যতা দান করা হয়েছে।’

৭. ‘আমার জন্য গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে, যা অন্য নবী-রাসূলদের সময় হালাল ছিল না।’

৮. ‘গোটা জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।’ ফলে এই উম্মতের জন্য যেকোনো স্থানে নামাজ পড়া জায়েজ। অন্য নবীদের সময় এ সুযোগ ছিল না তাদের ইবাদতখানায় নামাজ আদায় করতে হতো।

৯. ‘আমি সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি।’ নবী সা: হলেন বিশ্বনবী। আর কেউ বিশ্বনবী নন। সবাই ছিলেন আঞ্চলিক ও নির্দিষ্ট এলাকার নবী এবং একই সময়ে কয়েকজন নবী ছিলেন।

১০. ‘আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।’ রাসূল সা: বলেছেন, ‘আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না।’ (মুসলিম)

ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ববোধ

মাইমুনা আক্তার

মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন আর তাঁদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।’ সুরা নিসা, আয়াত-১।

দুনিয়ার সব মানুষ প্রথম মানব-মানবী হজরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। যে কারণে এক মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার শিক্ষা দেয় ইসলাম। এ শিক্ষার কারণে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে আপন ভাইয়ের মতো দেখার তাগিদ অনুভব করে। আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের যে শিক্ষা দিয়েছে তা মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণের সহায়ক। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা আল্লাহমুখী হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। জাতি গোত্র ও ভাষার পার্থক্যকে এড়িয়ে ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে এগিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে লোকসকল! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।’ সুরা হুজুরাত, আয়াত-১৩। সব মুসলিম ভাই ভাই- এ চিন্তা ও চেতনা মুসলমানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রসুল হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সা. মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং ভ্রাতৃগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’ সুরা হুজুরাত, আয়াত-১০।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না। মুসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি থাকলেও তাকে পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘তোমার ভাইকে অবশ্যই সাহায্য করবে সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। অত্যাচারী কিংবা অত্যাচারিত। এক ব্যক্তি বলল ইয়া রসুলুল্লাহ! সে মজলুম হলে আমি তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম কিন্তু সে জালিম হলে আমি তাকে কীভাবে সাহায্য করব? জবাবে তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রে তুমি তাকে জুলুম করা থেকে নিবৃত্ত রাখবে, এটিই তার প্রতি তোমার সাহায্য।’ বুখারি, মুসলিম, মিশকাত। নবী সা. আরও বলেছেন, ‘একজন মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা যতক্ষণ পছন্দ না করবে সে ইমানদারই হবে না।’ বুখারি, মুসলিম, মিশকাত।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘এক মুমিনের ওপর অন্য মুমিনের ছয়টি দাবি রয়েছে। অসুস্থ হলে দেখতে যাবে, মারা গেলে জানাজায় উপস্থিত হবে, ডাকলে সাড়া দেবে, দেখা হলে সালাম দেবে, হাঁচি দিলে জবাব দেবে, উপস্থিত থাকুক কিংবা অনুপস্থিত সব সময় তার কল্যাণ কামনা করবে।’ মিশকাত। হাদিসে এসেছে, ‘এক ব্যক্তি এক দিন তার একজন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পথে বের হলো। ওই ভাই ভিন্ন গ্রামে, এ সময় মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠালে মানুষের আকৃতি দিয়ে ফেরেশতা তাকে বলল আপনি কোথায় যাচ্ছেন, সে বলল ওই গ্রামে যাচ্ছি আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। ফেরেশতা বলল, তার সঙ্গে কি আপনার কোনো দেনা-পাওনা আছে যার তথ্য জানার জন্য যাচ্ছেন? সে বলল, তা নয় বরং আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। এরপর ফেরেশতা বলল আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ জানানোর জন্য এসেছি যে, আপনি যেমন আল্লাহর ওয়াস্তে ওই সম্পর্ক চলমান রেখেছেন মহান আল্লাহও তেমন আপনার সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক চলমান রেখেছেন।’ মুসলিম, মিশকাত।

ঐক্যবদ্ধতা সমাজ ও দেশের জন্য আশীর্বাদ বলে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ আল কোরআনে মুমিনদের ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা সবাই আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেছো।’ সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩। ইসলাম অন্য মুসলমান সম্পর্কে অনর্থক সন্দেহ করা এবং কুন্ডধারণা পোষণ থেকে দূরে থাকার তাগিদ দিয়েছে। কারণ অকারণ সন্দেহ ও কুন্ডধারণা বিভেদের বীজ বপন করে। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘তোমরা সন্দেহ পোষণ করা থেকে নিজেদের রক্ষা করো, সন্দেহ পোষণ বেশির ভাগ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তোমরা পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করবে না, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, দালালি করবে না, হিংসা পোষণ করবে না, ঘৃণা পোষণ করবে না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না বরং আল্লাহর বান্দারূপে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকবে।’ বুখারি, মুসলিম, মিশকাত।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর রসিকতা

বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তির ধর্ম ইসলাম মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ ইসলাম মনে করে, একটি সফল জীবনের জন্য হাসি-রসিকতা থাকা জরুরি। কারণ হাসি-রসিকতা মানবজীবনের একটি সুখকর উপাদান। তবে এ ব্যাপারে সীমা লংঘন করা যাবে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে হাসি-রসিকতা হতে হবে নির্দোষ, পরিচ্ছন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। যে হাসি-রসিকতা বা আমোদ-প্রমোদে মিথ্যা বা ধোঁকার সংমিশ্রণ থাকে এবং যে রসিকতা কারো মনোবেদনা বা মানহানির কারণ হয় তা নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ। প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন ‘তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ কোরো না। অর্থাৎ যে হাসি-রসিকতা অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি করে অথবা আল্লাহর ধ্যান থেকে মানুষকে গাফেল করে বা কারো কষ্টের কারণ হয় কিংবা কারো গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট করে এ ধরনের হাসি-তামাশা নিষেধ।

পক্ষান্তরে যে হাস্যরস মনে প্রফুল্লতা আনে এবং যে রসিকতা ইবাদত-বন্দেগি ও দ্বীনি কাজে দেহ-মনকে সজীব করা এবং দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশে হয়ে থাকে এবং তা নির্দোষ হয় তা শুধু জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাব।

সাহাবি আনাস (রা.) বলেন, ‘নবী করিম সা. কখনো কখনো তাকে (কৌতুক করে) ‘দুই কানওয়ালা’ বলে ডাকতেন।’ (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৬)

মহানবী সা. আনাস (রা.)-কে দুই কানওয়ালা বলে সম্বোধন করেছেন, এতে কোনো মিথ্যা বা ভুল ছিল না। বিশেষ কোনো কারণে আনাস (রা.)-কে দুই কানওয়ালা বলেছেন। যেমন তার দুই কান তুলনামূলক বড় ছিল বা তার শ্রবণশক্তি প্রবল ছিল। তিনি দূরের কথাও খুব সহজে শুনতে পেতেন।

রাসূল সা. ছোট শিশুদের সঙ্গেও মজা করতেন। আনাস (রা.) বলেন মহানবী সা. আমাদের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে কৌতুক করে বলতেন- ‘আবু উমায়ের কী করে নুগাইর’। অর্থাৎ তোমার নুগাইর পাখিটার কী অবস্থা? আবু উমায়েরের খেলার পাখিটা মারা গেলে সে অনেক কষ্ট পায়। তাই তার মনোরঞ্জনের জন্য রাসূল সা. তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য পাখিটির অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তার সঙ্গে কথা বলার কারণে তার দুঃখ দূর হয়, সে আনন্দ পায়।

আমরা অনেক সময় শিশুদের সঙ্গে রসিকতা করে কাছে ডাকতে গিয়ে বিভিন্ন কিছু দেব বলি। কিন্তু দেখা যায় কিছু দেওয়া হয় না। তাই এটা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে প্রথমত ধোঁকার গুনাহ হয়। দ্বিতীয়ত এই শিশুটি একটা অনৈতিক শিক্ষা পায়। তাই হাসি-মজা বা রসিকতা হতে হবে সম্পূর্ণ মিথ্যাহীন ও ধোঁকামুক্ত।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার কিছু সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সঙ্গে কৌতুকও করেন? রাসূল সা. বলেন, আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি। এমনকি কৌতুকেও। (শামায়েলে তিরিমিজি, হাদিস: ২৩৮)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. এর কাছে এক বৃদ্ধা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাত দান করেন। তখন রাসূল সা. (রসিকতা করে) বলেন, ‘হে অমুকের মা! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল সা. সাহাবাদের বললেন, তাকে গিয়ে বলো- বরং সে যুবতী ও চিরকুমারী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস: ২৪১)

এখানেও রাসূল সা. কোনো মিথ্যা বা অসত্য বলেননি। এভাবে তিনি বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে হাসি-রসিকতা বা মজা করতেন। তবে রসিকতার মধ্যে কখনো মিথ্যা বা ধোঁকার আশ্রয় নিতেন না। বরং সর্বদা সত্য ও বাস্তব বিষয়াদির মাধ্যমে অন্যকে আনন্দিত করতেন।

লোক দেখানো আমলের ভয়াবহ পরিণতি

আইয়ুব নাদীম

যে কোনো ধরনের আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর তা অর্জন হয় বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে। তাই আমল করার আগেই নিয়ত যাচাই-বাছাই করা। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।
' (বুখারি, হাদিস : ১)
আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তবে তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৩৬)
যার ইবাদতে একনিষ্ঠতা, বিশুদ্ধতা ও ইখলাসের মান যত বেশি তার ইবাদতের সওয়াবও তত বেশি। বোঝা গেল, যে যত বেশি ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত করবে, সে তত বেশি সওয়াব লাভ করবে। ইবাদত ছোট হোক বা বড় হোক, তা মুখ্য বিষয় নয়। সওয়াবের এই ব্যবধানের কারণ ইখলাস।
রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'তোমার ঈমান খাঁটি করো, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৬৪৪৩)
লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে যে ইবাদতই করা হয়, তার কোনো সওয়াব নেই; বরং তা গুনাহ ও বর্জনীয়।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকা ওই ব্যক্তির মতো নষ্ট কোরো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৬৪)
প্রচারের উদ্দেশ্যে ভালো কাজ ক্ষতির কারণ। পরকালে এর জন্য কঠিন শাস্তি হবে। আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'হুব্বুল হুজন থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাও। সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! হুব্বুল হুজন কী? তিনি বলেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকা।
এ থেকে খোদ জাহান্নামও প্রতিদিন ১০০ বার পানাহ চায়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কে তাতে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন, ওই সব কারি (কোরআন পাঠক), যারা লোকদের দেখানোর জন্য আমল করে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮৩)
কিয়ামতের দিন লোক-দেখানো কোরবানিদাতার ভয়াবহ অবস্থা হবে। লোক-দেখানোর কারণে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।
রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'লোকের মধ্যে কিয়ামতের দিন প্রথম (দিকে) যাদের বিচার করা হবে, তারা হবে তিন শ্রেণির লোক। প্রথমত, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছে, তাকে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিয়ামত স্মরণ করাবেন। সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, এসব নিয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই জন্য, যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি বাহাদুর। তা বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, ফলে তাকে অধোমুখে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (নাসায়ি, হাদিস : ৩১৩৭)
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে একমাত্র তাঁর জন্য যাবতীয় ইবাদত করার তাওফিক দান করুন।

কত সুন্দর স্রষ্টা ও সৃষ্টি

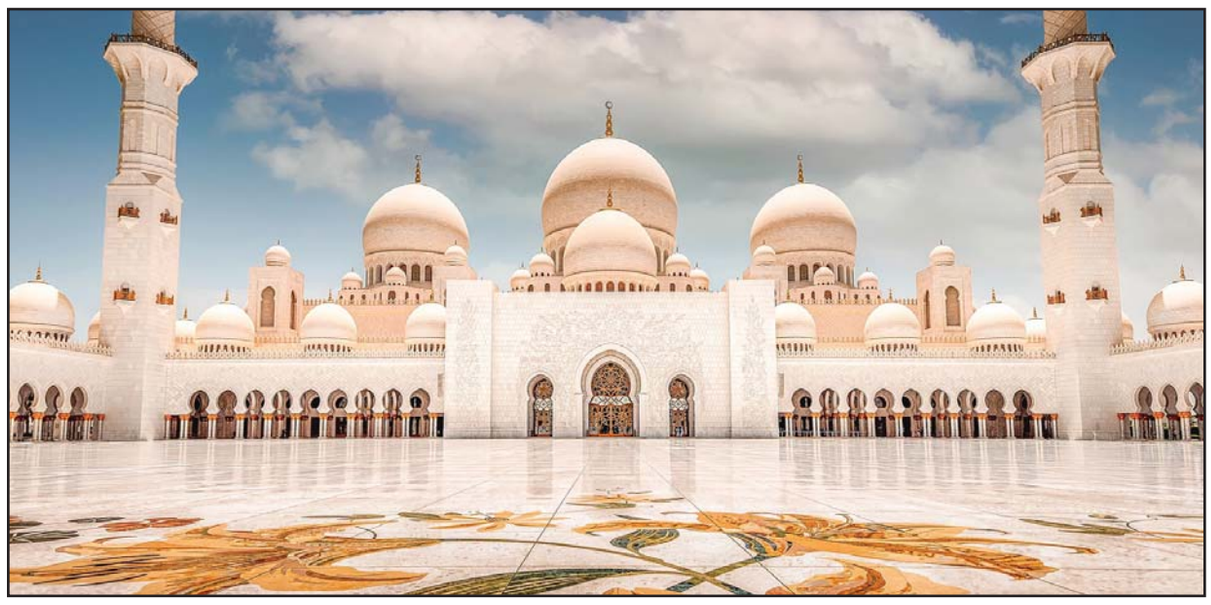

নাজমুল হুদা

হাজারো সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরম পরিচয়।
দিবালোকের তেজোদীপ্ত প্রখর আলোয় আলোকিত বিশ্ব আর চাঁদ-তারা ঝলমলে রাত্রির বিশাল আকাশের দিকে তাকালে অনুভূত হয় কত সুন্দর স্রষ্টা ও তার সৃষ্টি। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমগ্র সৃষ্টিকুলকে সর্বাধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই তো কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা জোর দিয়ে বলেছেন- 'অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি।' (সূরা ত্বিন-৪)
প্রকৃতির বুকে অন্যান্য সৃষ্টির সৌন্দর্যও আল্লাহ তায়ালা নিজে বর্ণনা করেছেন। কুরআনুল কারিমের সূরা গাশিয়ার ১৭ থেকে ২০ ছোট্ট চারটি আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বর্ণনা করেন-'তারা কি উটনীকে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আকাশমণ্ডলকে দেখে না কিভাবে তাকে উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে, পর্বতমালাকে দেখে না কিভাবে তাকে জমিনের বুকে পুঁতে রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীকে দেখে না কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?' উল্লিখিত আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার কত অসীম শক্তিমত্তা, অনুপম বিচক্ষণতা, চমকপ্রদ সৃষ্টিনৈপুণ্য এবং অতুলনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিরাজমান, আর দৃশ্যমান জীবনের পরে যে আরো একটি জীবন রয়েছে, এই পৃথিবীর অবস্থা থেকে ভিন্ন যে আরো অবস্থা রয়েছে মৃত্যুর মাধ্যমে যে বিলুপ্তি ঘটে তা চরম বিলুপ্তি নয়।
উপরে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে- আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় ও উটের কথা (সব প্রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে)। উটের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার দেহ-সৌষ্ঠবে আরবদের কাছে তার মূল্য ও মর্যাদার একটি অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো মানুষের কাছে সর্বত্র উন্মুক্ত তা সে যেখানেই থাক না কেন। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় ও প্রাণী সর্বত্র বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যতটুকুই দখল মানুষের থাক না কেন, এ কয়টি উপাদান তার জগৎ ও চেতনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবেই এবং এ জিনিসগুলোর তাৎপর্য নিয়ে যখন সে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন অন্তরালে কী আছে, তা সে বুঝতে পারবে। এর প্রত্যেকটিতে অতি প্রাকৃতিক ও অলৌকিক উপাদান নিহিত রয়েছে। এ জিনিসগুলোতে আছে স্রষ্টার কারিগরি নৈপুণ্যের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এ একটি বিষয়ই প্রাথমিক আকিদার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যথেষ্ট।
এ জন্য কুরআন সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করে। 'তারা কি উটনীর দিকে তাকায় না কিভাবে তা সৃজিত হয়েছে?' উট আরব জাতির প্রথম ও প্রধান জন্তু; এর মাধ্যমে তারা চলাচল ও মালপত্র বহন করে। এর গোশত খায় ও দুধ পান করে। এর পশম দিয়ে পোশাক ও চামড়া দিয়ে তাঁবু বানায়। কাজেই এটি জীবনের প্রধান ও প্রাথমিক উপাদান। এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য কোনো জন্তুর নেই। এত শক্তিমান ও এত বিশালাকৃতির জন্তু হওয়া সত্ত্বেও তা এত বিনয়ী ও অনুগত যে, একটি শিশুও তার লাগাম ধরে টানলে তার পিছু পিছু চলতে থাকে? এত বিরাট উপকারী ও সেবাদানকারী জন্তু হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য মানুষের অতি সামান্যই ব্যয় হয়, তার খাদ্য ও বিচরণক্ষেত্র সহজলভ্য? ক্ষুধায়, পিপাসায়, পরিশ্রমে ও দুর্যোগে এর মতো ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু গৃহপালিত জন্তু আর নেই। বিরাজমান প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলাও তার এক অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা। এসব কারণে কুরআন মানুষের দৃষ্টি উটনীর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে আকৃষ্ট করে। এটি তাদের চোখের সামনেই রয়েছে? এ নিয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন নেই।
'তারা উটনীকে দেখে না কিভাবে তা সৃজিত হয়েছে?' অর্থাৎ- এর সৃষ্টি ও গঠন প্রক্রিয়া কি দেখে না এবং ভাবে না যে, কিভাবে তাকে তার কর্মের এত উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কারণে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল এবং তার পরিবেশ ও করণীয় কাজের সাথে পুরোপুরি সমন্বিত! তারা তো একে সৃষ্টি করেনি। উটনী নিজেও নিজেকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এটিই অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, তা এক অতুলনীয় নিপুণ কুশলী স্রষ্টার সৃষ্টি।
উটনী সেই স্রষ্টার অস্তিত্বেরই সাক্ষী; মহান আল্লাহর পরিকল্পনা ও পরিচালনা দ্বারা যেমন এটি প্রমাণিত হয়, তেমনি এই জন্তুটির সৃষ্টি দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। (ফি জিলালিল কুরআন)
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের অজ্ঞতা দূর করে তাদের আরো সচেতন করতে কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন-'আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে ও আকাশকে ছাদস্বরূপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, ফলে কতই না সুন্দর তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিজিক; এই আল্লাহই তোমাদের রব! আর বিশ্ব-জগতের রব, আল্লাহ কতই না বরকতময়।' (সূরা আল মুমিন-৬৪)
মানুষের সুন্দর আকার-আকৃতি, তার জীবনের শত সহস্র সাফল্য অর্জন, ধনসম্পদ, অজস্র নিয়ামত সব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ার দান। কোনো কিছু নিয়ে কারো অহঙ্কার করার অধিকার ও অবকাশ নেই।
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী সা: বলেছেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ-ও কি অহঙ্কার? রাসূল সা: বললেন, 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।' (মুসলিম ১৬৬)
কত সুন্দর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, কত সুন্দর তার সৃষ্টি; কত চমৎকার-নিপুণ তার অপূর্ব পরিকল্পনা আর অনিন্দ্য পরিচালনা! দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের মন-মননে অভূতপূর্ব ও অপার্থিব আলোড়ন জাগানিয়া বাণীসম্ভারে চৈতন্য জাগরূক করেন কত ভালোবাসার ছোঁয়ায়! মানুষের মনের মণিকোঠায় সর্বোত্তম উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও সতত সুবর্ণ রেখা অঙ্কন করে তিনি মানুষকে কাছে ডাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করা যায়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন- 'এসব লোকেরা কি তাদের মাথার উপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখিগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) একসময় (তা) গুটিয়েও নেয়। (তখন) পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা-ই এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন (হ্যাঁ, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা-ই); তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোট-বড়) সব কিছুই দেখেন।' (সূরা আল-মুলক-১৯)

মুমিনের বিপদে এগিয়ে আসার প্রতিদান

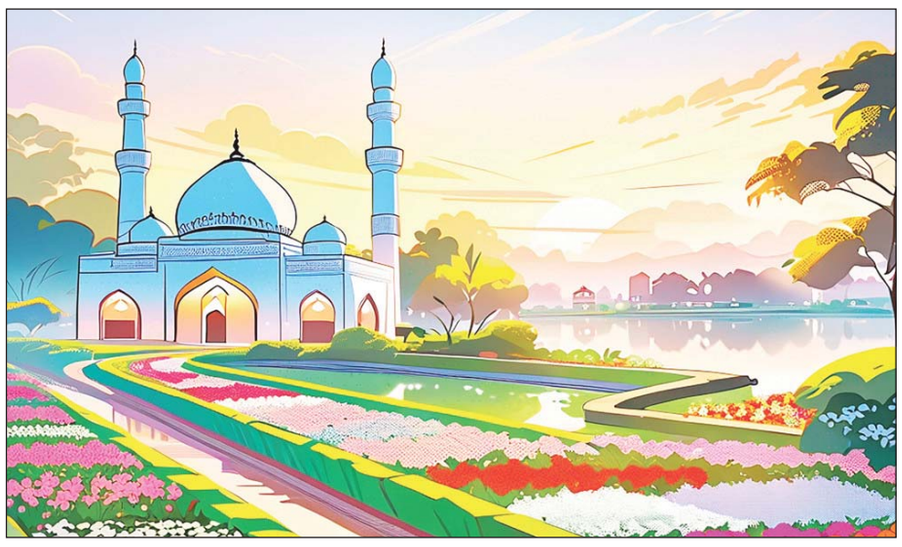

মুহাম্মদ মর্তুজা

অন্যের মঙ্গল কামনা করা, অন্যকে সহযোগিতা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার অন্য ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে। নিজের জন্য যা পছন্দ করে না, অন্য মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে না। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে সেটা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না।
' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৫)
এ জন্য কোনো মুমিন কখনো তার অন্য ভাইকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে না। কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। সর্বদা অন্যকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে ওত পেতে থাকবে না। কারণ মহান আল্লাহ এ ধরনের অভ্যাসের মানুষকে পছন্দ করে না, বরং যারা অন্যের কল্যাণ কামনা করে, সাধ্যমতো অন্যকে সাহায্যের চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, উত্তম প্রতিদান দেন।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্যকার কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের কোনো বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো গরিব লোকের সঙ্গে (পাওনা আদায়ে) নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহও তার দোষত্রুটি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও ততক্ষণ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন।
' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৪৬)
অন্যদিকে যারা সামান্য ক্ষমতা পেয়ে অন্যের ওপর অত্যাচার করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিংবা নিজের চাটুকারিতার সুযোগ নিতে গিয়ে নিজের আশপাশের মানুষদের পেছনে লেগে থাকে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে মানসিক শান্তি পায়, তাদের জন্য মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে শাস্তি অপেক্ষা করছে।
হিশাম (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হিশাম ইবনে হাকিম ইবনু হিজাম সিরিয়ার কৃষকদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের কঠিন রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, এদের কী হয়েছে? তারা বলল, জিজিয়ার জন্য এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অতঃপর হিশাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের সাজা দেবেন, যারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে সাজা দেয়।
' (মুসলিম, হাদিস : ৬৫৫২)
এ জন্য নবীজি সা. সাহাবায়ে কিরামকে কল্যাণকামিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন এবং অন্য মুসলিম ভাইয়ের মঙ্গল কামনার ব্যাপারে বায়াত গ্রহণ করতেন।
জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে সালাত (নামাজ) কায়েম করার, জাকাত প্রদান করার এবং সব মুসলমানের মঙ্গল কামনা করার বায়াত গ্রহণ করেছি। (বুখারি, হাদিস : ৫৭)
অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, জিয়াদ ইবনে ইলাকা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগিরা ইবনে শুবাহ (রা.) যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন আমি জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (মিম্বারে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বলেন, তোমরা এক আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নতুন কোনো নেতার আগমন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখো, অতি সত্বর তোমাদের নেতা আগমন করবেন।
অতঃপর জারির (রা.) বলেন, তোমাদের নেতার জন্য ক্ষমা চাও। কেননা তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতঃপর বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে এসে আরজ করলাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়াত নিতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে) আমার ওপর শর্ত দিয়ে বলেন, আর সব মুসলমানের মঙ্গল কামনা করবে। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের ওপর বায়াত নিলাম। এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ! আমি তোমাদের মঙ্গল কামনাকারী।
অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং (মিম্বার থেকে) নেমে গেলেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৮)
মহান আল্লাহ সবাইকে সুবুদ্ধি দান করুন। হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অর্থনীতিতে আদর্শ মহানবী সা.

ড. ইকবাল কবীর

মহানবী সা: কুরআনের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা কায়েম করেছেন। কুরআন প্রবর্তিত বিধানই ছিল রাসূল সা:-এর আদর্শের মূল ভিত্তি। তিনি এমন কোনো কথা বলেননি বা এমন কোনো কাজ করেননি, যার পক্ষে কুরআনের সমর্থন নেই। আর কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। তাই নবীজী সা:-এর আদর্শ মানেই কুরআনের আদর্শ। মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সা: দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহ করার জন্য মানুষের জীবনের বিরাট অংশ দখল করে আছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। চাষাবাদ, গৃহস্থালি, কৃষি, চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য, কর, রাজস্ব ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ছাড়া জীবন পরিচালনা যে সম্ভব নয়, আমরা তা অনুধাবন করি। তাই তো প্রত্যেক নবী-রাসূল জীবনে মেষ পালন, কৃষিকাজ বা ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সা: ছেলেবেলায় মেষ চরানো থেকে পরিণত জীবনে এসে ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। সাহাবিদের অধিকাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী। ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন আদর্শ বিধান কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবর্তিত হয়েছে। মহানবী সা: প্রবর্তিত এবং কুরআন নির্দেশিত সেই মহান আদর্শ নিয়েই এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

সম্পদের মালিকানার বিধান: মহানবী সা: মদিনায় যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, তখন তিনি একটি টেকসই এবং সুবিন্যস্ত অর্থ প্রশাসনও কায়েম করেছিলেন। আর এই অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শন হলো, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। তাই অর্থসম্পদ যে-ই অর্জন করুক না কেন, তাতে তার অধিকার থাকলেও সেই অধিকার প্রযোজ্য হবে আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে। মানুষ কেবল সম্পদের আমানতদার হিসেবে আল্লাহর সম্পদ উপার্জন, সংরক্ষণ এবং ভোগ করবে। কারণ আল্লাহ মানুষের কল্যাণেই পৃথিবীর সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 'তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা বাকারাহ-২৯) সম্পদ উপার্জনের নীতিমালাও আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে-অপরের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা বাকারাহ-১৮৮) সম্পদ অর্জন এবং ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সা: আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এক হাদিসে বলেন, 'কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না। এর একটি হলো তার সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে।' (সুনানে তিরমিজি)
অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা : রাসূল সা: প্রবর্তিত অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুবিচার কায়েম করা। এ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হলো, মানুষ বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের অধিকার লাভ করবে, তেমনি তা অর্জনে শোষণ ও জুলুমের পথ পরিহার করবে। অর্থাৎ অর্থ উপার্জন ও ব্যয় হবে ন্যায়নিষ্ঠ এবং শোষণ ও জুলুমমুক্ত। ইসলামের অর্থব্যবস্থাপনা হবে সুবিচারপূর্ণ। অন্যের অকল্যাণ হবে এ কারণে মানুষ সম্পদ জমিয়ে রাখতে পারবে না। আর তা হবে অবিচারের শামিল। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।' (সূরা তাওবাহ-৩৪) আল্লাহ আরো বলেন, 'আল্লাহর পথে ব্যয় করো, আর নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ-ইহসান করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা বাকারাহ : ১৯৫) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপচয়, অপব্যয়ের মতো অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ, কেননা তা সুবিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, 'অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা আনআম : ১৪১)
বঞ্চিত ও অভাবীদের অধিকার সংরক্ষণ : রাসূল সা: মদিনা রাষ্ট্রে যে অর্থ ব্যবস্থাপনা চালু করেছিলেন, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বঞ্চিত, অভাবী ও এতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা। সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহ সম্পদহীন ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'এবং তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।' (সূরা যারিয়াত : ১৯) অভাবী ও ভিক্ষুকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী অর্থনৈতিক নির্দেশনা অনন্য। আল্লাহ বলেন, 'ভিক্ষুক প্রার্থীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না।' (সূরা দোহা : ৯) ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি নজর দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন মহানবী সা:। তিনি বলেছেন, 'সর্বোত্তম সাদাকা এই যে, তুমি কোনো ক্ষুধার্তকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়াবে।' (মিশকাত)। এভাবে মহানবী সা: মদিনায় কায়েম করেছিলেন এমন একটি সমাজ যেখানে একসময় জাকাত গ্রহণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। নবীজী সা:-এর সাহাবিরাও আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে এমন অর্থব্যবস্থার নজির স্থাপন করেছিলেন, যার ফলে মদিনা একটি সুখী ও কল্যাণময় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।
(চলবে)

মেসির হ্যাটট্রিকে বলিভিয়ার জালে ৬ গোল আর্জেন্টিনার

আপনজন ডেস্ক: লাওতারো মার্তিনেজের গোলের পর উপচে পড়ছিল করতালি। মার্তিনেজের সম্ভবত মনে হয়েছিল, এই করতালি শুধু তাঁর জন্য হলে বড্ড ভুল হবে। আঙুল তুলে পাশেই দাঁড়ানো হাস্যোজ্জ্বল লিওনেল মেসিকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন বারবার। যেন গোলটা মেসিরই। মার্তিনেজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন! তেমনটি বললে একদম ভুলও হয় না। শুধু ওই গোলে অবদান কেন, বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৬-০ গোলে জয়ের নায়কও যে মেসি। নিজে করেছেন হ্যাটট্রিক, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন আরও দুটি।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় জয়ের এই ম্যাচে আসলে ৫ গোলে অবদান মেসির। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি হ্যাটট্রিকের গৌরবও এখন ৩৭ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির। এই মহাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে সর্বশেষ কোনো খেলোয়াড় হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ২টি গোল করিয়েছিলেন ১৫ বছর আগে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল এই আর্জেন্টিনার বিপক্ষেই হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ২টি গোল করিয়েছিলেন হোয়াকিন বোতেরো। কোন দলের খেলোয়াড়? এই বলিভিয়ারই!

সে যা হোক, মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনার 'সিক্স স্টার' ম্যাচে ফেরা যাক। গ্যালারির বেশির ভাগ দর্শকের আনন্দে ভেসে যাওয়ার শুরুটাও কিন্তু হয়েছে মেসির কল্যাণে। ১৯ মিনিটে মার্তিনেজের পাস পেয়ে কোনোকুনি দৌড়ে বলিভিয়া গোলকিপার গিয়ের্মো ভিসকারাকে একা পেয়ে গিয়েছিলেন মেসি। গোল করতে ভুল করেননি। আর্জেন্টিনা এরপর প্রথমার্ধে আরও দুটি গোল পেয়েছে। সেখানেও উৎস সেই ৩৭ বছর বয়সী কিংবদন্তি।

৪৩ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে বল পায়ে টান দিয়ে বলিভিয়া রক্ষণকে বেকায়দায় ফেলেন মেসি। তাঁর বাড়ানো পাসে বলিভিয়ার গোলকিপার ভিসকারা এবং পোস্টের মাঝখানে প্রচুর ফাঁকা জায়গা পেয়ে গিয়েছিলেন মার্তিনেজ। ডান পায়ের টোকায় বল জালে পাঠানোর আনুষ্ঠানিকতাটুকুই শুধু সেরেছেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। তবে নিজের জায়গা থেকে মার্তিনেজের পজিশন থেকে যে গোল করাটা বেশি সহজ, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন মেসি। প্রথমার্ধে মেসির এমন বুদ্ধির ঝিলিক দেখা গেল আরও একবার এবং সেবারও গোল! এবার গোলদাতা হুলিয়ান আলভারেজ। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে মাঝমাঠে ফ্রি কিক পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। বলিভিয়ার ডিফেন্ডাররা একটু ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে আলভারেজ দৌড় শুরু করতেই দূরপাল্লার শট নেন মেসি। বলটি বক্সের বাঁ দিকে আলভারেজের একদম সামনে রসগোল্লার মতো পড়তেই ডান পায়ের শটে গোল করেন আতলেতিকো মাদ্রিদ স্ট্রাইকার। বিরতির পর হয়েছে আরও তিন গোল। ৬৯ মিনিটে নাহুয়েল মলিনার পাস থেকে চতুর্থ গোলটি থিয়াগো আলমাদার।

তখনো সম্ভবত অনেকেই ভাবেননি এই ম্যাচ থেকে মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে নিজের ১০ম হ্যাটট্রিক তুলে নেবেন। গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকায় পাওয়া চোট কাটিয়ে ওঠার পর আর্জেন্টিনার হয়ে মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন মেসি। এখনো পুরোপুরি ছন্দে ফেরেননি। কিন্তু মনুমেন্তালের মেসিকে দেখে কে বলবে, এই লোকের বয়স ৩৭ বছর!

রদ্রিগো দি পলের বদলি হয়ে নামা এজেকুয়েল পালাসিওস ৮৪ মিনিটে পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি। ড্রিবলিং করে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের ভেতর থেকে বাঁ পাশের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান ইন্টার মায়ামি তারকা। দুই মিনিট পরই ম্যাচের শেষ গোলটি করেন মেসি। এবার বার্সেলোনার সেই সোনালি দিনগুলোর মতো ডান দিক দিয়ে কাট ইন করে ঢুকে নিকো পাজের সঙ্গে ওয়াল-পাস খেলেন এবং তারপর বাঁ পায়ের সেই শট ও গোল। 'ভিনটেজ' মেসি! ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব টেবিলে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় কলম্বিয়া। ১০ ম্যাচ খেলা উরুগুয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। মন্টিভিডিওতে ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে উরুগুয়ে। চিলিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে প্যারাগুয়ে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টিতে ভেসে গেল

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ড যেন অনাহূত অতিথি ভারতে। দলটি ভারতে টেস্ট খেলতে গেলেই যে মুখভার করছে, সে দেশের আকাশ। গত মাসে গ্রেটার নয়ডায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টটিতে একটি বলও হয়নি বাজে আবহাওয়ার প্রভাবে। এরপর আবার নিউজিল্যান্ড যখন ভারতে গেল, হাজির বৃষ্টিও। বেঙ্গালুরুতে আজ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের পুরো খেলা। ভারতে এ নিয়ে টানা ছয় দিন নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ভেসে গেল বৃষ্টিতে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হলেও স্থানীয় সময় বেলা আড়াইটায় শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিই দিনের খেলা বাতিল করতে বাধ্য করেছে। তার ফলে এখন এটি চার দিনের টেস্ট হয়ে গেছে। আর তাতে কমে গেছে ফলোঅনের রানও। ২০০ নয়, এখন প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে এগিয়ে থাকলেই প্রতিপক্ষকে ফলোঅন করানো যাবে এই টেস্টে। চার দিনের ম্যাচ হয়ে গেলেও আয়োজকেরা আশা করছেন আবহাওয়া ভালো থাকলে পরের চার দিন ৯৮ ওভার করে খেলা চালানোর। সেটি করতে দিনের খেলা ১৫ মিনিট আগে শুরু হবে। আর দিনের শেষ ভাগে দরকার হলে অতিরিক্ত আধা ঘণ্টা খেলা হবে।

১৮ বলে গেল ৪ উইকেট, সাজিদের স্পিনে বিপাকে ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের মাত্র দ্বিতীয় দিন। কিন্তু একই পিচে প্রথম টেস্টের পাঁচ দিনের খেলা হয়েছে বলে আদতে এটি সপ্তম দিনের উইকেট। আর এমন উইকেটে স্পিনারদের দাপট কেমন হতে পারে, সেটিই দেখা গেল আজ মুলতানে।

দিনের শেষ বেলায় মাত্র ১৮ বলের মধ্যে ইংল্যান্ডের ৪ উইকেট তুলে নিয়েছে পাকিস্তান। অফ স্পিনার সাজিদ খান আর লেগ স্পিনার নোমান আলীর দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড দিন শেষ

মুলতান টেস্ট

করেছে ৬ উইকেটে ২৩৯ রানে। তিন ম্যাচের সিরিজে পিছিয়ে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান দ্বিতীয় দিন শেষে এগিয়ে ১২৭ রানে।

দিনের দ্বিতীয় সেশনে ব্যাটিং শুরু করা ইংল্যান্ড প্রথম থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। প্রথম ১২ ওভারেই ৭৩ রান যোগ করে ফেলেছিলেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ক্রলিকে রিভিউ নিয়ে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত হানেন নোমান। এরপর ইংল্যান্ডের রান যখন ১২৫, ওলি পোপকে বোল্ড করেন সাজিদ।

দুই ব্যাটসম্যানকে হারালেও ডাকেট ও জো রুটের ব্যাটে চড়ে ইংল্যান্ডের রান বাড়ছিল ওভার চারের বেশি হারেই। ৪১ ওভার শেষে সফরকারীদের রান ছিল ২ উইকেটে ২১০। সাজিদের করা ইনিংসের ৪২তম ওভারের তৃতীয় বলে রুটের উইকেট দিয়ে শুরু হয় ব্যাটিং-বিপর্যয়। সুইপ করতে গিয়ে বল স্টাম্পে টেনে আনেন রুট (৫৪ বলে ৩৪)।

পরের ওভারে সাজিদের বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দেন ডাকেট। চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া ডাকেট ১২৯ বলের ইনিংসে ১৬ চারে করে যান ১১৪ রান। একই ওভারের শেষ বলে সাজিদের চতুর্থ শিকার হ্যারি ব্রুক। সিরিজের প্রথম টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা এই ব্যাটসম্যান ৯ রান করে হন বোল্ড।

ইংল্যান্ডের উইকেট-মিছিল এখানেই শেষ হয়নি। পরের ওভারে নোমানের বলে শর্ট লেগে ক্যাচ দেন দুই মাস পর মাঠে ফেরা বেন স্টোকস। ২ উইকেটে ২১১ থেকে ইংল্যান্ডের স্কোর পরিণত হয় ৬ উইকেটে ২২৫-এ। এরপর জেমি স্মিথ ও ব্রাইডন কার্সকে দিনের শেষ আট ওভার কাটালে ২৩৯ রান নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইংল্যান্ড।

এর আগে ৫ উইকেটে ২৯৫ রান নিয়ে দিন শুরু করা পাকিস্তান ৩৩.৩ ওভার ব্যাট করে ৭১ রান যোগ করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: (দ্বিতীয় দিন শেষে)

পাকিস্তান ১ম ইনিংস: ১২৩.৩ ওভারে ৩৬৬ (কামরান ১১৮, সাইম ৭৭, রিজওয়ান ৪১, আমের ৩৭, নোমান ৩২; লিচ ৪/১১৪, কার্স ৩/৫০, পটস ৬/৬৬)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৫৩ ওভারে ২৩৯/৬ (ডাকেট ১১৪, রুট ৩৪, পোপ ২৯; সাজিদ ৪/৮৬, নোমান ২/৭৫)।

টুখেলই হচ্ছেন ইংল্যান্ডের কোচ

আপনজন ডেস্ক: টমাস টুখেলই হচ্ছেন ইংল্যান্ড ফুটবল দলের পরবর্তী কোচ। জুড বেলিংহাম, হ্যারি কেইনদের কোচ হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন তিনি। এই খবর নিশ্চিত করছে ব্রিটেনের তিন সংবাদমাধ্যম বিসিবি, দ্য টাইমস, স্কাই স্পোর্টস ও জার্মানির সংবাদমাধ্যম বিল্ড।

স্পেনের বিপক্ষে ইউরোর ফাইনালে হারের পর ইংল্যান্ড কোচের পদ ছাড়েন গ্যারেথ সাউথগেট। লি কার্সলে এরপর ইংল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব নিলেও স্থায়ী কোচ খুঁজছিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)।

উয়েফা নেশনস লিগে নভেম্বরে ইংল্যান্ডের শেষ দুই ম্যাচে গ্রিস ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ডাগআউটে থাকবেন কার্সলে। সভেন-গোরান এরিকসন ও ফাবিও কাপেলোর পর ইংল্যান্ডের তৃতীয় বিদেশি কোচ হতে যাওয়া টুখেল দায়িত্ব নেবেন এরপর।

ইংল্যান্ডের তৃতীয় বিদেশি কোচ হতে যাচ্ছেন টুখেল

ইংল্যান্ডের তৃতীয় বিদেশি কোচ হতে যাচ্ছেন টুখেলউয়েফা স্কাই জার্মানি জানিয়েছে, টুখেলের সঙ্গে ইংল্যান্ডের চুক্তি হতে পারে ১৮ মাসের। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে দায়িত্বের মেয়াদ হতে পারে ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত। বিবিসি জানিয়েছে, আজ ওয়েম্বলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে টুখেলকে স্থায়ী কোচ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে এফএ। টুখেলের প্রধান কাজ হবে ২০২৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ইংলিশ ফুটবলে টুখেল অবশ্য নতুন কেউ নন। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চেলসির কোচ ছিলেন টুখেল। ৫১ বছর বয়সী এই কোচ চেলসির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ। চেলসিতে দুই মৌসুম দায়িত্ব পালনকালে ইংরেজি ভাষাটাও দখলে এনেছেন টুখেল।

ইংল্যান্ডের বর্তমান অধিনায়ক হ্যারি কেইনের সঙ্গেও তিনি কাজ করেছেন বায়ার্নে। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াও ভালো। টুখেল বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কোচ হিসেবে জার্মান কাপ ও পিএসজির লিগ আঁ জিতেছেন দুবার। পিএসজির হয়ে ২০১৯-২০ মৌসুমে জিতেছেন ঘরোয়া ট্রেবল।

সর্বশেষ বড় দলের মধ্যে বায়ার্নের কোচ ছিলেন টুখেল। গত মৌসুম শেষেই জার্মান ক্লাবটির দায়িত্ব ছাড়েন। টাইমস এর আগে জানিয়েছিল, ম্যানচেস্টার সিটিকে দুর্দান্ত সব সাফল্য এনে দেওয়া পেপ গার্দিওলাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এফএর পছন্দের তালিকায় ইয়ুর্গেন ক্লপের নাম আছে বলেও শোনা গিয়েছিল।

লিস্টন-মনবীরদের আটকাতে নয়া পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গলের, কী নির্দেশ দিলেন ব্রুজো?

আপনজন ডেস্ক: উৎসবের মরসুমে বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা তৈরি বড় ম্যাচের উৎসবে মাততে। ১৯ অক্টোবর শনিবার যুবভারতীতে আইএসএলের প্রথম পর্বে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আইএসএলে ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবলে চারে থাকা হোসে মোলিনার টিম তো তৈরি। কিন্তু মাড সংগঠক ইস্টবেঙ্গল কতটা তৈরি। মঙ্গলবার প্র্যাক্টিস ছিল না লাল হলুদ ব্রিগেডের।

বিশেষ টিপস অস্কারের

এখনও নিশ্চিত নয় ডার্বির আগে নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোর কলকাতায় আসা। ডার্বিতে রিজার্ভ বেঞ্চে যদি এই স্প্যানিশ কোচ না বসেন, তাহলে চাপে পড়বেন স্টপগ্যাপ কোচ বিনো জর্জ। কারণ টানা ৪ ম্যাচে হেরে শূন্য পয়েন্টে থাকা ইস্টবেঙ্গল এখন লিগ টেবলে সবার শেষে, ১৩ নম্বরে। তেরোর গেরো কাটানোর জন্য স্পেন থেকেই ব্রুজো ভার্চুয়াল টিপস দিচ্ছেন টিমকে।

মনবীর, লিস্টনদের আটকাতে জোর দিচ্ছেন অস্কার

দুই প্রধানের প্র্যাক্টিসে দুই তারকা দিচ্ছেন ট্রেনিং সিডিউল নিয়ে। স্প্যানিশ দেলগাদো টিমের প্রত্যেক ফুটবলারের আপডেট দিয়েছেন চিফ কোচকে। টিমের বিদেশি ফুটবলারদের সঙ্গেও ব্রুজো যোগাযোগ রাখছেন নিয়মিত। কোন জায়গায় জোর দিচ্ছেন ব্রুজো। জানা গিয়েছে, জেমি ম্যাকলারেনদের সামলাতে ডিফেন্স আর মিডফিল্ডারদের মধ্যে গ্যাপ কমানোর কৌশল বলে দিয়েছেন কোচ। কারণ ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের বড় চ্যালেঞ্জ জেমি-লিমি-কামিংস-স্টুয়ার্টদের সঙ্গে লিস্টন, মনবীরদের অ্যাটাক সামাল দেওয়াটাই।

আনোয়ার ইউস্তেকে দিয়ে গোল আটকানোর ভাবনা

ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের মূল স্তম্ভ হিজাজি মাহের টিমের প্র্যাক্টিসে নেই। তিনি ওমানের বিরুদ্ধে জর্ডনের হয়ে প্রি ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচে খেলতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় আনোয়ার আলিকেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে রক্ষণ মজবুত করার। তাঁর সঙ্গে অবশ্য হেফর ইউস্তে আছেন। লাল হলুদের ভালো খবর, চোট সারিয়ে পুরো ফিট আইএসএলের গোল্ডেন বুট জয়ী দিয়ামান্তাকোস। মোহনবাগানের চিন্তা তাদের ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেসের এখনও ফিট না হওয়া নিয়ে। মঙ্গলবার প্র্যাক্টিসেও দেখা গেল, তিনি মাঠের বাইরে রিহ্যাবে। মঙ্গলবার মোহনবাগান মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনবীর সিং বলেন, 'ডার্বি মানে তো ফেস্টিভ্যাল।' গোলকিপার বিশাল কাইথের বক্তব্য, 'আমরা তৈরি দেশের অন্যতম সেরা এই ম্যাচের জন্য।'

আরও ভালো করতে হবে, পেরুকে উড়িয়ে বললেন ব্রাজিল কোচ

আপনজন ডেস্ক: পিছিয়ে পড়েও চিলির বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়। এরপর পেরুকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিল জয় দুটি আবার পেয়েছে এ মুহূর্তে দলের সবচেয়ে বড় তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে ছাড়াই। কত দিন পর টানা দুই ম্যাচ জিতল ব্রাজিল, পেরুকে হারানোর পর এমন প্রশ্নও শোনা গেল অনেকের মুখে।

এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। ব্রাজিল এবারের আগে সর্বশেষ কবে টানা দুই ম্যাচ জিতেছিল, সেটি তো ভুলতে বসার জোগাড়ই হয়েছিল। চিলি-পেরুকে টানা হারানোর আগে ব্রাজিল সর্বশেষ টানা দুই ম্যাচ জিতেছিল ১৩ মাস আগে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেই। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের বলিভিয়াকে ৫-১ গোলের হারানোর পর পেরুর বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল। এরপর এ মাসে দুই ম্যাচের আগে খেলা ১৪ ম্যাচে টানা জয়ের আর দেখা পায়নি দলটি। এ সময়ে ৪টি ম্যাচ জিতলেও ব্রাজিল হেরেছেও ৪ ম্যাচে, ড্র হয়েছে বাকি ৬টি ম্যাচ। শুধু বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ধরলে পরিসংখ্যানটা আরও খারাপ ছিল। চিলি-পেরু ম্যাচের আগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতে হেরেছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

আমাদের বুঝতে হবে এ দলটা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, আমাদের অনেক কিছুই ঠিক করতে হবে। দলটির পারফরম্যান্স এখনো ওঠানামা করছে। এই ম্যাচের চেয়েও আমাদের ভালো করতে হবে। ব্রাজিলের দুঃখের দিন কি তাহলে শেষ হলো! দলটির কোচ দরিভাল জুনিয়র অবশ্য এখনই এমন কিছু বলতে নারাজ। গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়া কোচ বললেন ঘুরে দাঁড়ানোর কাজ মাত্রই শুরু হয়েছে, এখনো অনেক কাজ বাকি। পেরুকে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে দরিভাল বলেন, 'আমাদের বুঝতে হবে এ দলটা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, আমাদের অনেক কিছুই ঠিক করতে হবে। দলটির পারফরম্যান্স এখনো ওঠানামা করছে। এই ম্যাচের চেয়েও আমাদের ভালো করতে হবে।'

টানা দুই ম্যাচ জিতলেও প্রতিপক্ষ ছিল চিলি ও পেরু, দরিভাল সেটি ভালোই মনে রেখেছেন। সামনে যে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার মতো দলের বিপক্ষে খেলতে হবে, সেটিই মনে করিয়ে দিলেন দরিভাল, 'আমাদের কিছু কঠিন ম্যাচ আছে, সেই ম্যাচগুলোর জন্য তৈরি হতে হবে। এখনই যেমন আত্মপ্রসাদে ভোগার কিছু নেই, তেমনি খারাপ সময়েও আমি অত ভেঙে পড়ি না।'

ব্রাজিল আগামী ১৪ নভেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে। ওই ম্যাচের পাঁচ দিন পর উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলা দলটির।

রাজ্যস্তরে রোলার স্কেটিংয়ে গোল্ড মেডেল খুদে পড়ুয়ার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: স্টেট চ্যাম্পিয়ানসীপ বেঙ্গল স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০২৪ এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়োছিল কলকাতার ইকো পার্কে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দুশোরও বেশি প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিল। ক্যানিংয়ের খুদে জয়ন্ত সরদার সকলকে তাক লাগিয়ে রাজ্যস্তরে রোলার স্কেটিংয়ে গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে।উল্লেখ্য ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের গার্লস স্কুল পাড়ার বাসিন্দা পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক দীপঙ্কর সরদার। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার।বড় ছেলে পড়াশোনায় ভালো হলেও ছোট ছেলে জয়ন্ত'র পড়াশোনায় মন বসে না। যদিও স্থানীয় বেসরকারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জয়ন্ত। খেলাধূলার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করেন দীপঙ্কর।ছেলেকে প্রশিক্ষণের জন্য স্কেটিংয়ে ভর্তি করেন।২০২৪ এ রাজ্যস্তরের অনুর্দ্ধ ৯ রোলার স্কেটিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করে গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে।

ছেলের অভাবনীয় সাফল্য প্রসঙ্গে দীপঙ্কর সরদার জানিয়েছেন,এ জয় সকল ক্যানিং তথা সমগ্র সুন্দরবন বাসীর। খুদে জয়ন্ত আগামী দিয়ে যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছায় সেই আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সকলের আশীর্বাদ কাম্য।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**